বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার :

বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভূমিকা

গবেষণা প্রতিবেদন

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)

ঢাকা, বাংলাদেশ

জুন ২০২১

গবেষক দল

- পরামর্শক : ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী
  অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

- দলনেতা: ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
  চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ
  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

- সদস্য: ১. মো: কামাল হোসাইন
  পরিচালক (বাস্তবায়ন), ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি কার্যক্রম
  বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

  ২. মো: আসাদুজ্জামান, সহকারী পরিচালক
  জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.০	ভুমিকা (Introduction)	৩
১.১	সমস্যার বিবরণ (Statement of the Problems)	৭
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা (Rational of the Study)	১০
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)	১১
১.৪	গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা (Scope and Limitations of the Study)	১১
২.০	সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literarure)	১৩
৩.০	গবেষণা পদ্ধতি (Methodology of the Study)	২১
৩.১	নমুনায়ন (Sampling)	২১
৩.২	উপাত্ত সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি (Sources of Data and Methods of Data Collection)	২২
৩.৩	গবেষণার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা (Theoretical Discussion of the Research)	২৩
৪.০	উপাত্ত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, উপস্থাপন ও ফলাফল (Data Analysis, Interpretation, Presentation and Findings)	৩০
৪.১	বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা	৩০
৪.১.১	গ্রন্থাগার কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা	৩১
৪.১.২	গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম	৩২
৪.১.৩	করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে	৩৩
৪.২	মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-সদস্য ও অভিভাবকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা	৩৩
৪.২.১	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ	৩৪
৪.২.২	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা	৩৪
৪.২.৩	টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (চাহিদা, গুরুত্ব, সেবা, কার্যক্রম)	৩৫
৪.২.৪	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা	৩৫
৪.২.৫	টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা	৩৬
৪.২.৬	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা	৩৭
৪.৩	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে ভূমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত	৩৭
৪.৪	প্রাপ্ত ফলাফল (Findings)	৩৯
৪.৫	সমীক্ষাধীন গবেষণা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য সবল দিকসমূহ	৪১
৪.৬	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের দুর্বল দিকসমূহ	৪২
৫.০	উপসংহার ও সুপারিশমালা (Conclusion and Recommendations)	৪৩
৫.১	উপসংহার	৪৩
৫.২	গুপারিশমালা	৪৩
	তথ্য-নির্দেশ ও সহায়ক গ্রন্থ	৪৫
	প্রশ্নমালা-১	৪৬
	প্রশ্নমালা-২	৪৮
	প্রশ্নমালা-৩	৫১

সারাণ ও াচত্র তালিকা

ক. সারণিঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	সারণি-১: বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত	২২
৪.১.১	সারণি-২: গ্রন্থাগার কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা	৩১
৪.১.২	সারণি-৩: গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম	৩২
৪.১.৩	সারণি-৪: করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে	৩৩
৪.২.২	সারণি-৫: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা	৩৪
৪.২.৪	সারণি-৬: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা	৩৫

খ. চিত্রঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
৪.২.১	চিত্র-১: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ	৩৪
৪.২.৩	চিত্র-২: টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (চাহিদা, গুরুত্ব, সেবা, কার্যক্রম)	৩৫
৪.২.৫	চিত্র-৩: টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা	৩৬
৪.২.৬	চিত্র-৪: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা	৩৭

গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৯ সালে। বর্তমানে ঢাকা শহরে ১২টি ইউনিট ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠক, বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার সেবা ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও দেশের সকল জেলা এবং অনেক উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের ৩২০০টি এলাকায় মোট ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার দ্বারা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর একটি উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার ফসল। প্রায় ২১ বছর যাবৎ বাংলাদেশ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করলেও এই সেবা দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন, মানুষের উৎকর্ষ সাধন ও মননশীলতার বিকাশ, জীবনমুখী শিক্ষার সুযোগ তৈরি, সৃজনশীল পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক গবেষণা হয়নি।

আলোচ্য গবেষণায় ঢাকার এই বারোটি গ্রন্থাগার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী ও টেকসই শিক্ষায় কতটা ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সামগ্রিকভাবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় মূলত দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে-

(১) বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা;

(২) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় কীরূপ ভূমিকা পালন করছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্ম দৈব নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠী–

ক. গ্রন্থাগার কর্মী

খ. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক

গ. বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে তথ্য-উপাত্ত ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া সাহিত্য পর্যালোচনা এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্য ও সময়-ভিত্তিক মনিটরিং প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপাত্ত গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ

তালিকা ও উন্মুক্ত প্রশ্নমালাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং উপস্থাপনের জন্য সারণি, কলাম, বার, পাই চার্ট ও বর্ণনা ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল হলো-

ক. ঢাকা শহরে ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সকল ইউনিটেই প্রতিদিন মাধ্যমিক স্তরের প্রচুর পাঠক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঋদ্ধ করছে (সারণি-২)।

খ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি-৬, ৯১%; সারণি-৫, ৯১%) যা টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র-২)। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে (সারণি-৩) অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণ তৈরি হয় এবং তারা সক্রিয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় (সারণি -৬, ৬১%)।

গ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও বহুমুখী শিক্ষার সুযোগ (সারণি-৬, ৮৯%) থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠকদের মধ্যে পঠন-পাঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শিক্ষার ভিত মজবুত হচ্ছে এবং অর্জিত শিক্ষা তাদের মধ্যে স্থায়ী হচ্ছে।

ঘ. করোনা প্রাদুর্ভাবকালেও বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রমগুলো চলমান রয়েছে (সারণি-৪)। বর্তমান করোনা ভাইরাস মহামারী পরিস্থিতে এ ধরনের গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

ঙ. তথ্যদাতাগণ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়নে ভবিষ্যতে শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী, বই প্রাপ্তির বিবিধ সুবিধা বৃদ্ধি যথাশীঘ্রই প্রাত্যাশা করছে (চিত্র-৪)।

গবেষণার সুপারিশমালায় বলা হয়েছে-

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা অব্যাহত রাখা ও এ সুযোগ আরও অবারিত করা যেতে পারে।

২. দেশে কার্যকর গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা চালু করা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষার্থীদের এ গ্রন্থাগার সেবার আওতায় আনা যেতে পারে।

৩. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার তথা গাড়ি- গ্রন্থাগার সংখ্যা ও পড়ার সামগ্রী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য ভাষার সকল উল্লেখযোগ্য বই পর্যাপ্ত সরবরাহ করা।

৫. গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও পাঠক-সেবা উন্নয়নের জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে দেশের সকল অঞ্চলে সম্প্রসারণ এবং এ গ্রন্থাগারকে টেকসই ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে সরকারি বাজেটের আওতায় অর্থায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

মূলশব্দ (keywords)ঃ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, টেকসই উন্নয়ন, জীবনব্যাপী শিক্ষা, শিক্ষার্থী, মাধ্যমিক স্তর, গ্রন্থচর্চা, উন্নয়ন, পাঠক, অভিভাবক।

প্রথম অধ্যায়

১.০ ভূমিকা (Introduction)

আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়। 'হাত বাড়ালেই পণ্য, হাত বাড়ালেই সেবা'। নাগরিক জীবন অভ্যস্ত হচ্ছে মোবাইল আর 'হোম সার্ভিস কালচারে'। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রও তেমন উদ্যোগ নিয়েছে যাতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার মানুষ পাড়াতে বা ঘরে বসেই পেতে পারে বই। গবেষণায় দেখা যায়, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারবিহীন ঢাকায় প্রায় বিশ হাজার লোক বই পড়ে থাকে। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অন্তত আশি হাজার লোক ঢাকায় বই পড়ার সুযোগ পাবে (প্রথম আলো, ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৯)। যারা বইয়ের কাছে আসতে চায়, কিন্তু পারে না, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পৌঁছে যায় তাদের কাছে। চিত্তকে দীপান্বিত করার একটি অনন্য উদ্যোগ। ১৯৯৯ সালে শুরু করে বর্তমানে ঢাকা শহরে ১২টি ইউনিট ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঠক, বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার সেবা ও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও দেশের সকল জেলা এবং অনেক উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের ৩২০০টি এলাকায় মোট ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার দ্বারা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষা একুশ শতকের শিক্ষা জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশ্বব্যাপী প্রচলিত শিক্ষা ধারায় একটি নতুন সংযোজন। দ্রুত পরিবর্তনশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষাকে ব্যক্তির জীবনে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে আবদ্ধ করে রাখা বাস্তব সম্মত নয়। ব্যক্তির জীবনধারার বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন নতুন চাহিদার নিরীখে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তার জ্ঞান ও দক্ষতার উলম্ব উন্নয়ন (মালেক, ২০০৭)। মানুষের জ্ঞান বিকাশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তদ্রুপ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষালাভের জন্য গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম। এই গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রয়োজন অনুসারে এ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন শ্রেণি লক্ষণীয়। ১৯৭০ দশকে 'জীবনভর শেখা' বা 'জীবনব্যাপী শিখন' এর ধারণা প্রচার লাভ করে। ইউনেস্কো যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার চারটি প্রধান স্তম্ভ নির্দেশ করেছে। এই স্তম্ভের ওপর প্রত্যেক মানুষ সারাজীবন ধরে শিখে যেতে হবে, শেখার ব্যাপারে বিদ্যালয়ে ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু আসল শেখাটা ঘটবে শিক্ষার্থীর নিজের চেষ্টায়। শিক্ষার্থীর নিজের চেষ্টার সাথে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাশাপাশি টেকসই শিক্ষার ধারণাটি এখন শুধুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান প্রজন্মের সুবিধাদি সীমিতকরণকেই বুঝায় না। বরং এটি নির্দেশ করে যে, সংখ্যা লঘিষ্ঠের অ-টেকসই সুবিধার কারণে বর্তমান প্রজন্মের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। টেকসই শিক্ষা সরাসরিভাবে তিনটি ক্ষেত্রকে (Implementation, Dicision making, Quality of life) প্রভাবিত করে। মূলত টেকসই

শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন যা মানুষকে নিজের এবং অন্যের উপকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে সহায়ক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বাংলাদেশের গ্রন্থাগার জগতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এ গ্রন্থাগার বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে। গ্রন্থাগারগুলো টেকসই ও মানসম্মত এবং জীবনব্যাপী শিক্ষাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'আলোকিত মানুষ চাই' এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে। যাত্রার প্রারম্ভকাল থেকে বর্তমান অবধি দেশের শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্য নানাবিধ বই-পড়া কর্মসূচির পাশাপাশি নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমও পরিচালিত করে আসছে। উৎকর্ষ কার্যক্রম (মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বই-পড়া কার্যক্রম), পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রম (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বই-পড়া কার্যক্রম), আলোর ইশকুল (উচ্চতর উৎকর্ষ কার্যক্রম), প্রকাশনা কার্যক্রম, ভ্রাম্যমাণ বইমেলা কার্যক্রম, আলোর পাঠশালা (অনলাইন ভিত্তিক বই-পড়া কার্যক্রম), ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (মানুষের দোরগোড়ায় গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেবার কার্যক্রম) ইত্যাদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে বছরে প্রায় ২৯ লক্ষ আলোক প্রত্যাশী মানুষকে উৎকর্ষধর্মী সেবা প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এর একটি উদ্ভাবনীমূলক চিন্তার ফসল। তার মতে, ঢাকা মহানগরীতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস এই বিপুল সংখ্যক মানুষের হাতের নাগালে গ্রন্থাগার সুবিধা প্রায় নেই বললেই চলে। শাহবাগে একমাত্র বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ হাতে-গোনা দু'য়েকটি গ্রন্থাগার থাকলেও যাতায়াতের কষ্ট আর ব্যয়বহুলতা এবং শিশু-কিশোরদের পথের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাথাকার কারণে সেগুলোতে গিয়ে গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণ করা পাঠকদের জন্য প্রায় অসম্ভব। তাছাড়াও গ্রন্থাগারগুলো থেকে বাড়িতে বই নিয়ে পাড়ার সুযোগও খুব একটা নেই বললেই চলে। ঢাকা মহানগরীর মতো দেশের প্রায় সব ছোটো-বড়ো শহর সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল তো এ সুযোগ থেকে পুরোপুরিই বঞ্চিত। অথচ গ্রন্থাগার সুবিধার অভাবে একটা গোটা জাতিই অপরিপক্ক ও উৎকর্ষহীন থেকে যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ চিন্তা করলেন গ্রন্থাগার সুবিধা যদি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া যায় তাহলে হয়তো গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। এই চিন্তা থেকে ১৯৯৯ সালে ঢাকা মহানগরীতে সীমিত আকারে গ্রন্থাগার সুবিধা চালু করা হয় এবং

পর্যায়ক্রমে তা দেশের সকল অঞ্চলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করা হয় (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ১৯৯৯)।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগারগুলো একেকটি গাড়ির ওপর বিশেষ ব্যবস্থায় স্থাপিত গ্রন্থাগার। সুদৃশ্য কাঁচে আবৃত ভ্রাম্যমাণ গাড়ি-গ্রন্থাগারগুলো উন্নতমানসম্পন্ন রুচিশীল বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত হয়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা সময় সেখানে অবস্থান করে পাঠকদের মধ্যে বই দেওয়া-নেওয়া করে। পাঠকরা এই সময় তাঁর পছন্দের বই বাড়িতে নিয়ে যান এবং আগের সপ্তাহে নেওয়া বইটি ফেরত দিয়ে যান। বই পড়ানোর পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠকদের বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠকদের হৃদয়ের পরিশীলন ও সৃজনশীলতার বিকাশ এবং নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরির জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন তাদের মাধ্যমে নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আগে প্রতিটি পাড়ায় ছিল একটি করে গ্রন্থাগার আর তাকে কেন্দ্র করে সক্রিয় ছিল প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক জীবন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পড়াশোনার পাশাপাশি সেই সাংস্কৃতিক জীবনটাকেও ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। যদি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে শুধুমাত্র বই নিয়ে পাঠকরা পড়াশোনা করে তবে তারা তো কেবল জনকতক যোগাযোগহীন ও বিচ্ছিন্ন পাঠক হয়ে রইল। কিন্তু ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার যদি অনুঘটক হয়ে প্রতিটি পাড়া বা লোকালয়ে পাঠকদের, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠকদের নিয়ে একটি করে সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে দিতে পারে তবে তা কেবল তাদের মননজগতের নয়, তাদের সামগ্রিক জীবন বিকাশের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেই প্রক্রিয়াটিই করে যাচ্ছে এবং ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে। গঠিত হয়েছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বহুসংখ্যক সাংস্কৃতিক সংঘ। সারা দেশে এই প্রচেষ্টা সফল হলে তা কেবল মননজগতের বিকাশ ঘটাবে না, পুরো সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই সূচনা করবে (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ২০০৭)। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের নির্মাণ ও পরিচালনা এবং সেবা ও কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিক কাজগুলো নিম্নোক্ত আনুপদিক চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার তৈরি, সংগঠন ও পরিচালনার আনুপদিক চিত্র

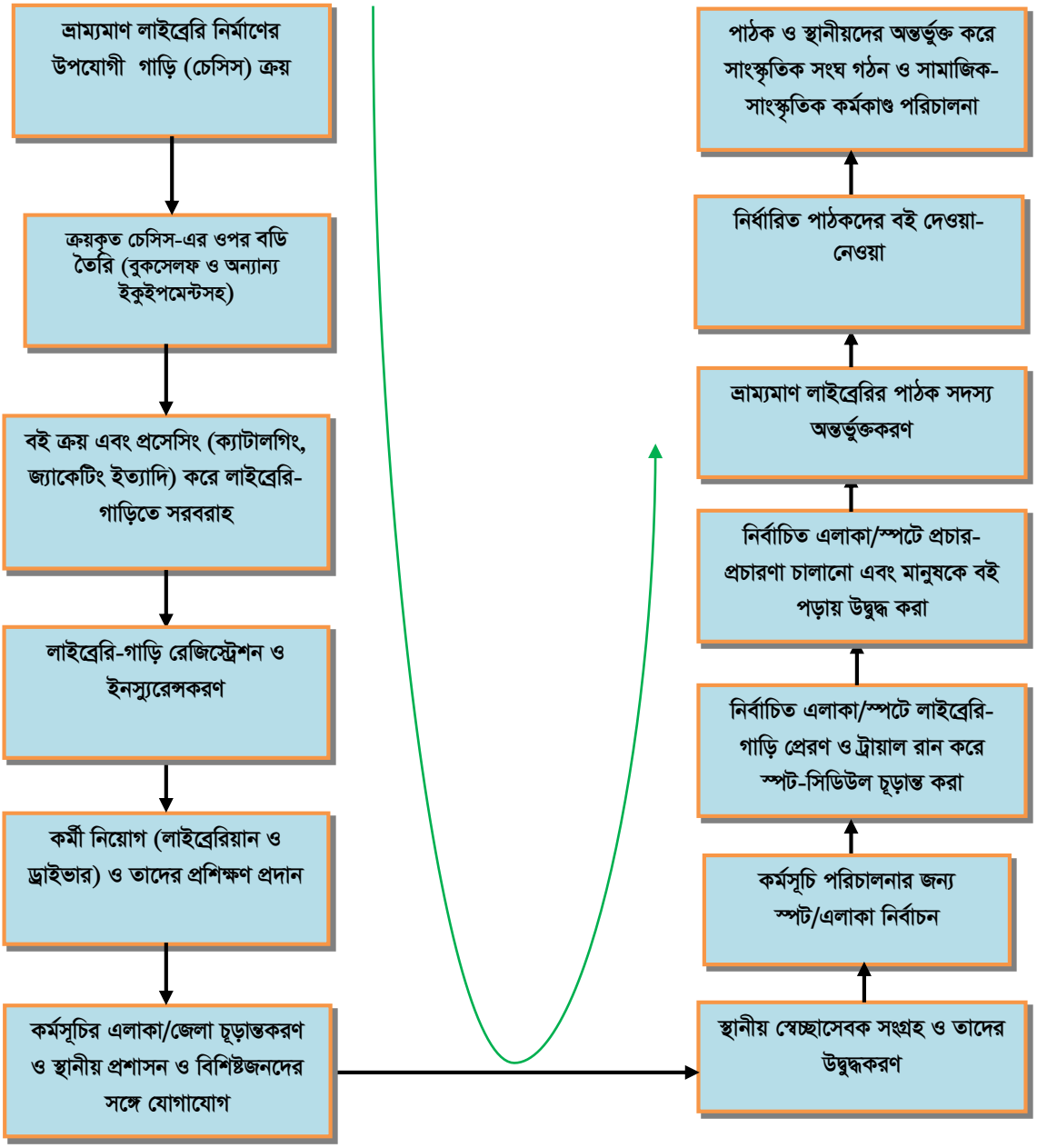

উপর্যুক্ত আনুপদিক চিত্রে (Flow Diagram) দেখা যাচ্ছে যে, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নির্মাণের জন্য প্রথমে গাড়ির চেসিস ক্রয়ের পরে সেটিকে বিশেষ ডিজাইন, বিশেষ ধরনের বুকসেলফ সংযোজন, আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা এবং গ্রন্থাগার-গাড়িটিকে দৃষ্টি নন্দন ও আকর্ষণীয় করার জন্য কাচে আবৃত করার মাধ্যমে সেটিকে গাড়ি-গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়। অতঃপর তাতে সুনির্বাচিত বই সরবরাহ করে গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তত করা হয়। গাড়ি-গ্রন্থগার প্রস্তুত হওয়ার পরে সেটিকে পাঠক সেবা ও সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের নির্ধারিত প্রক্রিয়া ও কর্মসূচিসহকারে বিভিন্ন এলাকায় পাঠকদের দোরগোড়ায় প্রেরণ করা হয়।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বর্তমানে বারোটি। বারোটি অঞ্চলে ভাগ করে গ্রন্থসেবা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় বলে প্রতিটি অঞ্চল একটি ইউনিট (একটি গ্রন্থাগার) হিসেবে বিবেচিত হয়। আলোচ্য গবেষণায় এই বারোটি গ্রন্থাগার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী ও টেকসই শিক্ষায় কতটা ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সামগ্রিকভাবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান আরও ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

১.১ সমস্যার বিবরণ (Statement of the Problems)

উন্নয়ন বলতে বোঝানো হয় মানুষের আর্থিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতিকে। আর এই অগ্রগতির সবচেয়ে বড় উপকরণ হল শিক্ষা। আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সীমিত বাস্তবপ্রয়োগ, মুখস্থ নির্ভর এবং পরীক্ষাকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচি ও পাঠ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠা, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, শিক্ষাকে আত্মস্থকরণ ইত্যাদির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন ও তা হৃদয়াঙ্গম করতে পারছে না। শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন, পুস্তক ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে। কারণ তাদের মধ্যে পাঠাভাস গড়ে ওঠছে না এবং পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা হচ্ছে না। ফলে অর্জিত শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে টেকসই তো হচ্ছেই না বরং কেবল পরীক্ষার জন্য লব্ধ পড়া পরীক্ষার পরপরই শিক্ষার্থীরা ভুলে যাচ্ছে। এ কারণে অর্জিত শিক্ষা শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। আমাদের দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস তৈরি না হওয়ার বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। যেমন-

১. পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার জন্য যে গুনগতমানসম্পন্ন শিক্ষার পরিবেশ এবং সামাজিক উৎকর্ষ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন তা আমাদের দেশে আজও গড়ে ওঠেনি।

২. পাঠক তৈরির জন্য যে আলোকিত পারিবারিক পরিবেশ থাকা প্রয়োজন আমাদের দেশে দারিদ্রের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষা-বঞ্চিত বিপুল সংখ্যক পরিবারে সেই পরিবেশ নেই।

৩. পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার জন্য শিশুকাল থেকে, সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের শুরু থেকেই হাতের কাছে সহজে লভ্য সৃজনশীল বই ও ভালোমানের যথেষ্ট বই থাকা দরকার–যা আমাদের দেশে নেই।

৪. আমাদের পরিবার ও শিক্ষকগণ পাঠ্যবইয়ের বাইরে সৃজনশীল বই পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের খুব কমই উৎসাহিত করে থাকেন।

৫. বর্তমান ভোগবাদী পৃথিবীতে বাণিজ্যিক ও ভোগ্যপণ্য উদপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হয় সে তুলনায় খুব সামান্যই বিনিয়োগ করা হয় পাঠাভ্যাস তৈরি ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও পাঠাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করার কাজে।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই ঘাটতি পূরণের জন্য দেশে যে পরিমাণ উন্নত ও সহজলভ্য গ্রন্থাগার সুবিধা থাকা প্রয়োজন আমাদের দেশে তা আজও গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য সমৃদ্ধ ও কার্যকর কোনো গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। প্রায় সতের কোটি মানুষের এই দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাত্র জেলা শহরগুলোতে একটিমাত্র গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারি খাতে দু'একটি গ্রন্থাগার খুব সীমিত পরিসরে মানুষকে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করছে। কিন্তু তাতে বইয়ের মান, ব্যবস্থাপনা এবং সেবাধর্মী মনোভাব এতটাই দুর্বল যে তা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জিত হচ্ছে না।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে এবং এই শিক্ষার পর পঠন-পাঠন তথা জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য গ্রন্থাগার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই এই অপরিহার্য গ্রন্থাগার সেবা থেকে বঞ্চিত। ফলে একদিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিপূর্ণতা পাচ্ছে না অপর দিকে শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে লব্ধ শিক্ষাকে জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের অবকাশ থাকছে না।

দেশে গ্রন্থাগারের ঘাটতি ও প্রচলিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে পাঠককে তার হাতের নাগালে মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারসমূহ স্থাপন করা হলেও এই সেবা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন তথা শিক্ষার মনোন্নয়ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অবদান নিয়ে এখনও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালনা করে এর পাঠকদের, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠকদের উদ্বুদ্ধকরণের চলমান কার্যক্রমের ভূমিকা, বিশ্লেষণ তথা টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় কতটা ভূমিকা রাখছে তা জানা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্ভূত সমস্যাবলি চিহ্নিত করে কীভাবে আরও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখা যায় সম্পর্কে ন্যূনতম একটি গবেষণা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হয়নি। এই প্রেক্ষপটে টেকসই ও জীবনব্যাপী

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা ও অবদানের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণার দাবি রাখে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-এর ২০২০-২১ অর্থবছরের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ''বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার: বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভূমিকা'' শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়ের সংজ্ঞায়ন–

ক. বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধর্মী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নানামুখী উৎকর্ষধর্মী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

খ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার–ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হচ্ছে সুসজ্জিত গাড়ি- গ্রন্থাগারের দ্বারা গ্রন্থাগার সেবা মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়ার একটি অনন্য উদ্ভাবনীমূলক মাধ্যম। ঋদ্ধ, আলোকিত ও মননশীল মানুষ গড়ার লক্ষ্যে সকল শ্রেণির, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় বইপড়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ১৯৯৯ সাল থেকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিচালনা করে আসছে।

গ. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী–মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী বলতে সংশ্লিষ্ট গবেষণায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানো হয়েছে।

ঘ. টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষা–টেকসই শিক্ষা বলতে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে বোঝানো হয়। জীবনব্যাপী শিক্ষা হল ব্যক্তিগত বা পেশাগত প্রয়োজনে অব্যাহতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং আত্ম-উদ্বুদ্ধভাবে জ্ঞান সাধনাকে বোঝায়। টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, আত্ম-উন্নয়ন, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা (Rational of the Study)

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ গ্রন্থাগারকে 'সভ্যতার দর্পণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির ২০ নম্বর অধ্যায়ে জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। গ্রন্থাগার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সকলের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার যতটা উন্নত হবে সে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ততটা গুণগত মানসম্পন্ন হবে। এ-কারণে গ্রন্থাগারকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'হৃৎপিণ্ড' বলা হয়। গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা অপর দিকে প্রতিটি লোকালয়ে–উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যন্ত গ্রন্থাগার স্থাপন অতীব জরুরি। সমাজের সকল শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টের জন্য মানসম্পন্ন সহজলভ্য গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করতে পারলেই টেকসই জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করা সহজতর হবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ১৪, ১৫, ১৭ এবং ২০-এ মানবসম্পদ উন্নয়ন, উৎকর্ষ সাধন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানুষের উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে যা টেকসই জীবনব্যাপী শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নির্দেশ করে। আর ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হচ্ছে দেশে একমাত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যা ব্যাপকভাবে দেশের মানুষের বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের পাঠকদের দোরগোড়ায় গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থাগারের চাহিদা পূরণ করছে।

টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিজেই শিখবে কিন্তু শেখার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে যার মাধ্যমে টেকসই শিক্ষায় শিক্ষার্থী দক্ষতা ও জ্ঞানার্জন করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমগুলো হতে হবে উন্নত, উদ্ধুদ্ধ করতে হবে মানুষদের, সুযোগ পৌঁছে দিতে হবে তাদের দোরগোড়ায়। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। প্রতিষ্ঠান, গণ-যোগাযোগ মাধ্যম, উপকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল, পরিবেশ, মানুষের চাহিদা ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনায় রাখতে হবে। এ লক্ষ্য নিয়েই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে বই। তাই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মানুষকে কতটা উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, উপকরণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমুহ যথার্থ কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য নিয়ে বিশ্লেষণ এবং কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্ভুত সমস্যাবলি চিহ্নিত করা ও তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যেই এই গবেষণার অবতারণা।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপ্রতুলতার মধ্যেও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কিছুটা হলেও আশার আলো সঞ্চার করতে পেরেছে। এ গ্রন্থাগারগুলো গাড়ির ওপর স্থাপিত হওয়ায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করতে পারে। ফলে সীমিত অবকাঠামো, সীমিত জনবল ও সীমিত সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক এলাকার অধিক সংখ্যক পাঠক তথা শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করতে সক্ষম। এই গ্রন্থাগার সেবা প্রকৃতপক্ষে কতটা কার্যকর, শিক্ষার্থীদের চাহিদা কতটা পূরণ করতে পারছে, সাধারণ মানুষকে কতটা সেবা প্রদান করছে, এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সেবা কতটা সহজলভ্য হচ্ছে এবং এই সেবা কতটা ব্যয় সাশ্রয়ী হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রাপ্তির জন্য এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিষয়ে গবেষণা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এ-বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। কাজেই উল্লিখিত বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার পথ সুগম করার প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম কাজে লাগানো প্রয়োজন। এভাবে গ্রন্থাগার সেবা এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ আরও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

(১) বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা;

(২) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় কীরূপ ভূমিকা পালন করছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

১.৪ গবেষণার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা (Scope and Limitations of the Study)

প্রাথমিক পর্যায়ে রাজকীয় নরওয়ে সরকারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর আর্থিক সহায়তায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা শুরু হলেও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারসমূহ বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা চালু আছে। এর মধ্যে ঢাকায় ১২টি ও চট্টগ্রামে ২টি সহ মোট ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিদ্যমান আছে। গবেষণাকর্মের জন্য নির্ধারিত সময় ও নির্দেশিত বাজেট বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ঢাকা মহানগরীতে চলমান ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পাঠক, অভিভাবক, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্মী,

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পেশাজীবী ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মতামত সংগ্রহ, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা, তথ্যানুসন্ধান ও মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা করা হবে। গবেষণাকর্মের উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিসরে এ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাই সমগ্র বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা চলমান থাকলেও বাজেট ও সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে সকল এলাকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এ গবেষণায় সম্ভব হয়নি। এছাড়া বিশ্বব্যাপী অতিমারি কোভিড-১৯ এর প্রভাবে সামগ্রিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। একইভাবে বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। গবেষণা কর্মটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রেও অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে।

–

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literarure)

সাধারণ অর্থে গবেষণা হল সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সংঘবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে গবেষণা হল বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের একটি কলা বা আর্ট। এটি একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ। কোন গবেষণা সম্পাদনের পূর্বে সেই গবেষণার সহিত সম্পর্কযুক্ত গবেষণা সম্পর্কে গবেষকের জানা উচিৎ, কারণ সেই গবেষণার পর্যালোচনা থেকে গবেষক তাঁর গবেষণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারবেন। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি গবেষণার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উপকরণ প্রস্তুত, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন (সুব্রত, ২০০৮)।

মানসম্মত টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা বা প্রভাব বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক গবেষণা হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষার্থীরা কিছু কিছু গবেষণা করেছে, বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পরামর্শক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিষয়ে মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন তৈরি করেছে, দেশি-বিদেশি সংবাদ মাধ্যম বিভিন্ন অনুসন্ধানী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, দাতা সংস্থা ও সরকারি সংস্থা মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। প্রস্তাবিত গবেষণার ক্ষেত্রে এসব প্রতিবেদন, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বলিত লেখা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০, বাংলাদেশ সংবিধান ইত্যাদি সাহিত্য পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ভ্রাম্যামাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ওপর কিছু কিছু গবেষণাকর্ম হয়েছে। এখানে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের সাহিত্যকর্মের বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

হাবিব (২০০৩), "ব্র্যাক এডুকেশন প্রোগামের অর্ন্তগত মোবাইল ইউনিটের কার্যকারিতা যাচাই"-শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় আলোচ্য বিষয়গুলো হলো– মোবাইল ইউনিট সম্পর্কে এর সদস্য, সহকারী লাইব্রেরিয়ান ও সংশ্লিষ্ট পিও-দের (কর্মসূচি সংগঠক) মনোভাব যাচাই, সাক্ষর ও নব্যসাক্ষর সদস্যদের সাক্ষরতা জ্ঞান স্থায়িত্ব লাভ করছে কিনা, মোবাইল ইউনিট পল্লী অঞ্চলের মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারছে কিনা, মোবাইল ইউনিট গণকেন্দ্র পাঠাগারকে একটি

সত্যিকার তথ্যকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে পারছে কিনা, মোবাইল ইউনিটের অসুবিধাসমূহ সনাক্ত করে তা দূর করার জন্য সুপারিশ প্রদান। এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল–

- মোবাইল ইউনিট সম্পর্কে কর্মসূচি সংগঠক, সহকারী লাইব্রেরিয়ান এবং এর সদস্যদের মনোভাব ইতিবাচক।
- মোবাইল ইউনিট সদস্যদের প্রথম পছন্দ হচ্ছে উপন্যাস ও ধর্মীয় বই।
- মোবাইল ইউনিটের মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ৯০%।
- মোবাইল ইউনিটের চাঁদার পরিমাণে সদস্যরা সন্তুষ্ট।
- মোবাইল ইউনিটের সদস্যদের সদস্য হবার কারণ হচ্ছে তাদের বই পড়তে ভাল লাগে।
- মোবাইল ইউনিটের সদস্যদের সার্বিক সাক্ষরতা জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- মোবাইল ইউনিট সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।
- মোবাইল ইউনিট গ্রামের মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারছে।
- কর্মসূচি সংগঠক, সহকারী লাইব্রেরিয়ান এর সদস্যদের মতে মোবাইল ইউনিট গণকেন্দ্র পাঠাগারকে একটি সত্যিকারের তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করছে।

নাহার (২০০৭), "প্রশিকা পরিচালিত 'সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির' কার্যকারিতা যাচাই" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য ছিল–প্রশিকার সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচি সম্পর্কে জানা, সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকার নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে কিনা, সাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী আগ্রহ উদ্দীপক কিনা তা যাচাই করা। গবেষণার প্রধান প্রধান ফলাফল নিম্নরূপ–

- অধিকাংশ পাঠকই দীর্ঘদিন ধরে এক কেন্দ্রের পাঠক হয়েছেন।
- অধিকাংশ পাঠকই পড়াশুনার চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য এই কেন্দ্রের পাঠক হয়েছেন। এছাড়াও বিনা বেতনে পড়া, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও কেউ কেউ এই কেন্দ্রের পাঠক হয়েছেন।
- প্রায় সব পাঠকই এই কেন্দ্রে নিয়মিত আসেন।
- এই কেন্দ্রের পাঠক হওয়ার পূর্বে অধিকাংশ পাঠকই অন্যের সাহায্য ছাড়া পড়তে পারতো না কিন্তু পাঠক হওয়ার পর তারা সবাই নিজে নিজেই পড়তে পারেন।

- পাঠকদের মতে কেন্দ্রে বইয়ের সংখ্যা পর্যাপ্ত এবং সব পাঠকই তাদের পছন্দমত এই বই এই কেন্দ্রে পেয়ে থাকেন।
- এই কেন্দ্রের পাঠক হওয়ার পর সব পাঠকেরই পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।
- প্রায় সব পাঠকের মতেই এই কেন্দ্রের পাঠক হওয়ার পরে তাদের এবং তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা বেড়েছে।
- পাঠচক্রের বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণকেই সচেতনতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অধিকাংশ পাঠক।
- এই কেন্দ্রের পাঠক হওয়ায় সব পাঠকই তাদের দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ করতে পারেন, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতে পারেন।

খান (২০০০) "ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থান যাচাই" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল–কতিপয় নির্দেশকের দক্ষতার ভিত্তিতে গণকেন্দ্র পাঠাগারগুলোর অবস্থান নির্ণয়। গবেষণার ফলাফল নিম্নরূপ–

- পুরুষদের তুলনায় পাঠাগারে মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম;
- অর্ধেকের মত সদস্যই পাঠাগারে আসে না এবং বই ধার করে না;
- পাঠাগারে সবচেয়ে বেশি বই আছে ১৯০৭টি এবং সর্বনিম্ন বই আছে ৫৭৭টি;
- পাঠাগার ভবনের অবস্থা হচ্ছে-পাকা ঘর (৬৬.৭%) টিন শেড বিল্ডিং ২৫% এবং অবশিষ্ট পুরো টিনের ঘর ৮.৩%;
- ৮৫% পাঠাগার ভবনের আভ্যান্তরীণ পরিবেশ ভাল, ১২% এর পরিবেশ মাঝারি এবং ৩% এর পরিবেশ নিম্নমানের।

কায়সার এবং আকতার (১৯৯৯) "গণকেন্দ্র পাঠাগারের সমস্যা বিশ্লেষণ" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল–ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের কমিউনিটি সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই এবং কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণের ধরন যাচাই, লিঙ্গেও ভিত্তিতে পাঠাগার ব্যবহারের ধরন যাচাই বিভিন্নতা থাকলেও তার কারণ অনুসন্ধান, পাঠাগারের সদস্য এবং কমিউনিটি আগ্রহ ও চাহিদা নির্ণয়, পাঠাগার সংশ্লিষ্ট সমস্যা অনুসন্ধান। গবেষণার ফলাফল–

- ব্র্যাক গণকেন্দ্র পাঠাগারের কমিউনিটি সদস্যাদের পাঠাগার সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক, পাঠাগারকে তারা তাদের সন্তানদের জন্য উপকারী মনে করে। কিন্তু অত্যাধিক উপন্যাস বই পড়ে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় খারাপ করবে এই ভেবে তারা শঙ্কিত।
- পাঠাগারে কমিউনিটির অংশগ্রহণ সন্তোষজনক।
- পাঠাগারে পুরষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কম।
- অধিকাংশ অভিভাবক তাদের মেয়েদেরকে পাঠাগারে পাঠাতে ইতস্তত করে।
- পাঠাগারে শিশু সদস্যরা ছড়া, কার্টুন, টিভি প্রোগ্রাম পছন্দ করে, মহিলারা নারী নির্যাতন সংক্রান্ত পত্রিকা, বই পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা সাধারণ জ্ঞানের বই, সিরিজ বই পছন্দ করে। প্রাপ্ত বয়স্করা ধর্ম সংক্রান্ত বইকে গুরুত্ব দেয়।
- পাঠাগারের সমস্যাঃ ফান্ড সংক্রান্ত সমস্যা, ফান্ড সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কমিটির মেম্বাররা পাঠাগারের অনেক চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। সংরক্ষণ, সাজানো, বই ধার প্রদান করার বিষয়টি নিয়মবদ্ধ কিন্তু কিছু পাঠাগারে এ সংক্রান্ত সমস্যা খুঁজে পাওয়া গেছে। প্রচার সংক্রান্ত সমস্যা, প্রচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশ পাঠাগারের প্রচারণার বিষয়টি ঠিক থাকলেও কিছু পাঠাগারে দেখা গেছে গণকেন্দ্র পাঠাগারের তেমন কোন প্রচার নেই। এমনকি যেখানে পাঠাগার অবস্থিত সেখানে কোন সাইনবোর্ড নেই।

চীনের সংবাদ সংস্থা 'সিনহুয়া নিউজ সার্ভিস' ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দীর্ঘ প্রতিবেদনে তাঁরা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের নতুনত্ব ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ, সমাজে এর প্রভাব, উপকারিতা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রতিবেদক সম্পূর্ণ নতুন এই পদ্ধতির কার্যকারিতা তুলে ধরেছেন। প্রতিবেদনটি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবেদক উপকার পাঠক ও সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। একজন নারী পাঠকের উদ্বৃতি দিয়ে প্রতিবেদক লিখেছেন,

> 'Introduction of the libray (Mobile Library) has been a blessing for women, especially housewives and youg girls for many of whom it is quuite difficult to visit a library regularly because of family restrictions and general disapproval in society of women coming out of the house' *(Xinhua, 2001)*.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একজন শিক্ষার্থী পাঠকের উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছেন,

> 'The concept of Moble Librry is new in Bangladesh, but it has already created a stir among the book lovers' *(Xinhua, 2001)*.

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা ও প্রভাব বিষয়ে ক্লিফর্ড ওয়াং ও অধ্যাপক সালাইউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন:

রাজকীয় নরওয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে উপর্যুক্ত প্রতিবেদকদ্বয় ২০০৩ সালের জুন মাসে যৌথভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়নে তাঁরা এ কার্যক্রমটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চাহিদাপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে উল্লেখ করে এটিকে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করেছেন। প্রতিবেদনে তাঁরা লিখেছেন,

> 'The Review Team commends BSK/WLC for the work it has done vis-a-vis mobile libraries. Demand and usages are reasonably in line with what was initially projected, and Review Tean can only belive that both will increase with time. So in moving forward, it a really a matter of BSK/WLC's keeping up its good work and improveing wherever possible' *(Wang & Aminuzzaman, 2003)*.

এছাড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার টেকসইকরণের জন্য অর্থায়নের লক্ষ্যে এই কনসেপট্টি সরকারের কাছে তুলে ধরা ও সরকারের সহযোগিতা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের টেকসইকরণ, উপকারিতা ও প্রভাব নিয়ে ভেরুলাম এ্যাসোশিয়েট্স-এর মূল্যায়নে রাজকীয় নরওয়ে সরকার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম পুনরায় মূল্যায়নের জন্য ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ভেরুলাম এ্যাসোশিয়েট্স'কে নিযুক্ত করে। 'ভেরুলাম এ্যাসোশিয়েট্স' তাঁদের প্রতিবেদনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে খুবই কার্যকর, উপকারী ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেছেন।

প্রতিবেদনে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'WLC has been found to be a key actor in the movement of increasing the number of readers in the country. Book reading culture has been developed quite substantially in the country WLC serves. To keep this momentum going, WLC should try to expand its service in other areas of the country through a plan' *(Verulam, 2005)*.

বোরহান কর্তৃক প্রণীত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন:

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য এ কার্যক্রমে অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' ২০০৮ সালে জনাব আহমেদ বোরহানকে নিযুক্ত করেন। আহমেদ বোরহান তাঁর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে একটি সফল ও কার্যকর কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে,

> 'The mobile library service operated by WLC is an immense knowledge and fresh entertainment source for the thousands of readers from big cities to small towns of upazilla. This mobile library network has more potential to broaden its activities to undeserved and underpriviledged social segments of reders who have truly no algernative source of enlightening them' *(Borhan, 2008)*.

'আইএমইডি' কর্তৃক প্রণীত 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্মসূচি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্মসূচি সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তিতে 'আইএমইডি' প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে আইএমইডি কর্তৃক নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়,

''ক. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার একটি অত্যন্ত কার্যকর সেবামূলক কর্মসূচি যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই আলোকিত ও সংস্কৃতিবান মানুষ গড়ার সুযোগ থাকায় এটি অব্যাহত রাখা এবং তা দেশের অবশিষ্ট জেলা-উপজেলায় সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

খ. দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এটিকে প্রকল্প আকারে না রেখে রাজস্ব বাজেটের আওতায় বা অন্য কোন স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে রাজস্ব বাজেট বা অন্য কোন প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এটিকে বিদ্যমান প্রকল্প কাঠামো আকারে অব্যাহত রাখা যেতে পারে'' *(আইএমইডি, ২০১৭)*।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিদর্শনপূর্বক প্রদত্ত আইএমইডি'র প্রতিবেনে পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ তারেক হাওলাদার মাঠ পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম পরিদর্শন করে

বিগত ২২.০৬.২০১৭ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। প্রতিবেদনে তিনি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা অব্যাহতভাবে চালানোর পক্ষে মত দিয়েছেন এবং অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে,

'ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের সকল বিভাগের সকল জেলার সাধারণ পাঠকদের বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন' *(আইএমইডি, ২০১৮)*।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের প্রায় সবগুলো সংবাদ মাধ্যম (ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া), সাময়িকী, ক্রোড়পত্র ইত্যাদিতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ওপর শত শত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। অনেক উল্লেখযোগ্য বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ওপর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, বিশেষ প্রতিবেদন, ক্রোড়পত্র ইত্যাদি প্রকাশ করেছে। এসব প্রতিবেদনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে একটি সফল, জনপ্রিয়, উপকারী, প্রয়োজনীয় ও কার্যকর কর্মসূচি হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং কর্মসূচিটি অব্যাহতভাবে চলমান রাখার ও সম্প্রসারণের সুপারিশ করেছে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপন, পরিচালনা ও মনিটরিং সংক্রান্ত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের রেকর্ড, রেজিস্টার, প্রতিবেদন ইত্যাদিতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যেসব ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকৌশল ব্যবহার করে সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, কার্যক্রমটি পরিচালনার, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতিগত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। এসব পদ্ধতি ও ব্যবস্থার পুরোটাই ম্যানুয়াল। ফলে বহুমাত্রিক প্রতিবেদন তৈরি ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসব ব্যবস্থা যথেষ্ঠ কার্যকর নয়। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তাই এসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আরও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে কম্পিউটারাইজড্ এমআইএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন ও বিভিন্ন তথ্যের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ আরও দক্ষতার সঙ্গে করা সম্ভব। তাই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষ করে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মানুষের উৎকর্ষ সাধন ও তরুণ সমাজকে যে আলোর দিশা দিতে সক্ষম

হয়েছে তার স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এবং এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি পুরস্কার হচ্ছে–

- ২০০৪ সালে র‍্যামন ম্যাগসাসাই পুরস্কার
- ২০০৮ সালে ইউনেস্কোর জ্যান এ্যামস কমিউনিয়াস মেডাল এ্যাওয়ার্ড।

উল্লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। এখনও পর্যন্ত এর কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি। ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পাঠাভ্যাস সৃষ্টিতে এর ভূমিকা অতুলনীয়। এছাড়াও উদ্বৃত গবেষণা কর্মগুলো পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা অর্জন করা যায়। যদিও নায়েম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গবেষণা সমস্যার সাথে উপরিল্লিখিত যে সকল সাহিত্য কর্ম পর্যালোচনা করা হয়েছে সেগুলো টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার সাথে কিছুটা সম্পৃক্ত। তাই বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কতটা ভূমিকা রয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য আলোচ্য গবেষণার অবতারণা। তদুপরি, উল্লিখিত সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে আলোচ্য গবেষণায় কোন পদ্ধতি, কোন ধরণের উপকরণ, কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হবে এবং ফলাফল ও উপস্থাপনের বিষয়ে ধারণা লাভ করা হয়েছে।

–

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ গবেষণা পদ্ধতি (Methodology of the Study)

পৃথিবী গতিশীল, পরিবর্তনশীল তার ধর্ম, সেই পরিবর্তনশীলতার ধারাবাহিকতায় মানব সমাজ ও সভ্যতা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খেয়ে চলার জন্য নবতর জ্ঞান ও তথ্য আবশ্যক। আর নবতর জ্ঞান সৃষ্টির জন্য শিক্ষামূলক গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত ও যথার্থ কার্যপদ্ধতির, যা কাজকে করে সহজ ধারবাহিক, সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানভিত্তিক। গবেষণা কাজের জন্যও প্রয়োজন রয়েছে এমন একটি কার্যপদ্ধতির। এই গবেষণা কাজ পরিচালনার যেসব পদ্ধতি ও কলাকৌশল অনুসরণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদনের জন্য প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এটি একটি বর্ণনামূলক প্রকৃতির গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণায় গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কারণ, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা, মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-সদস্য, অভিভাবকদের নিকট থেকে প্রশ্ন-উত্তর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত নেওয়া হয়েছে।

৩.১. নমুনায়ন (Sampling)

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দৈব নমুনায়ন (Random Sampling) পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নোক্ত অভীষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য-উপাত্ত ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

ক. ঢাকাস্থ ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইউনিটের গ্রন্থাগার কর্মীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কাঠামোবদ্ধ ও উন্মুক্ত প্রশ্নমালার সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের কাছ থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ।

নমুনা জরিপের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের ছক:

সারণি-১

ক্রম	তথ্য দাতা	নমুনা সংখ্যা
০১	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্মকর্তা (ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইউনিট)	১২ জন
০২	মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক	৩০০ জন (২৫x১২)
০৩	অভিভাবক	১৮০ জন (১৫x১২)
০৪	বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	১০ জন

উপরের সারণিতে তথ্যদাতা ও নমুনা সংখ্যা থেকে দেখা যায়, ঢাকাস্থ মোট ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইউনিটের গ্রন্থাগার কর্মকর্তা থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। ১২টি ইউনিট থেকে মাধ্যমিক স্তরের ৩০০ জন পাঠক-সদস্য এবং ১৮০ জন অভিভাবক ও ১০ জন বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করা হয়।

৩.২ উপাত্ত সংগ্রহের উৎস ও পদ্ধতি (Sources of Data and Methods of Data Collection)

ক) উপাত্ত সংগ্রহের উৎস (Sources of Data Collection)

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা, মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক, অভিভাবক, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ও মতামতসমূহ প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এছাড়া সাহিত্য পর্যালোচনা এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তথ্য ও সময়-ভিত্তিক মনিটরিং প্রতিবেদন এবং অন্যান্য উপাত্ত গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি (Methods of Data Collection)

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষকগণ ব্যক্তিগতভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ১২টি ইউনিটের মধ্যে কমপক্ষে ১৩টি এলাকায় গবেষকদল পরিদর্শন করে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। পর্যবেক্ষণ তালিকা ও উন্মুক্ত প্রশ্নমালাসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার জন্য নিম্নরূপ তথ্যদাতা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে :

১. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা (প্রশ্নমালা);
২. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক ও অভিভাবক (প্রশ্নমালা);
৩. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (সাক্ষাৎকার);

৪. পর্যবেক্ষণ;

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা ও তথ্য বিশ্লেষণ।

এছাড়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত প্রাথমিক তথ্য ও সময়-ভিত্তিক মনিটরিং প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ. উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ (Tools of Data Collection)

গবেষণাকর্মের বিষয়/পদ্ধতি অনুসারে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অভিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশ্নমালায় রয়েছে উন্মুক্ত ও কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন। এছাড়া অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, মতামত সংগ্রহ, সাহিত্য পর্যালোচনা ও তথ্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি এ গবেষণার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণা-সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ চূড়ান্তকরণের পূর্বে মাঠপর্যায়ে প্রাথমিকভাবে স্বল্প পরিসরে প্রাক-পরীক্ষণ (Pilot Test) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঘ. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন পদ্ধতি (Methods of Data Analysis and Presentation)

সংগৃহীত উপাত্ত গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সঠিকভাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য কম্পিউটারে এক্সেল এপ্লিকেশন সফট্ওয়ারের মাধ্যমে সারণি, কলাম, বার, পাই চার্ট ও বর্ণনা ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

৩.৩ গবেষণার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা (Theoretical Discussion of the Research)

টেকসই শিক্ষা বলতে বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে বোঝানো হয় (UNESCO, 2014)। টেকসই ভবিষ্যত বিনির্মাণের জন্য টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ, মনোভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জন অতীব জরুরি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রশিক্ষণের সর্বক্ষেত্রে টেকসই শিক্ষা অত্যাবশ্যক। টেকসই শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষের জীবনযাত্রার মান রক্ষা ও মনোন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখে। টেকসই শিক্ষা মানুষ ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে।

জীবনব্যাপী শিক্ষা বলতে ব্যক্তিগত বা পেশাগত প্রয়োজনে অব্যাহতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত এবং আত্ম-উদ্বুদ্ধভাবে জ্ঞান সাধনাকে বোঝায়। এটি সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, কার্যকর নাগরিক-ভূমিকা ও আত্ম-উন্নয়ন এর পাশাপাশি প্রতিযোগিতার মনোভার তৈরি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে। নানাবিধ উপায়ে মুক্তভাবে চলমান ধারায় শিক্ষার পরিবেশ ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিক্ষাকেই জীবনব্যাপী শিক্ষা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এই শিক্ষার পরিবেশ বিদ্যালয়, পরিবার, কর্মস্থল, অবসর যাপন, পরিপার্শসহ সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। সমাজের ভেতরেই মানুষের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ লাভ করে থাকে। এ শিক্ষা সর্বস্তরের, সব বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মানব সমাজের জ্ঞানকে বিকশিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Library শব্দটি উদ্ভব হয়েছে Book থেকে। ল্যাটিন ভাষায় Liber এর অর্থ ছিল Book বাংলায় গ্রন্থ শব্দ থেকে গ্রন্থাগার উদ্ভব হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে গ্রন্থাগারের অর্থ ছিল যে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ, পাঠ, গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের স্থান। ১৯ শতকে গ্রন্থাগার সংজ্ঞার বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত হতে থাকে (আউয়াল, ২০০৪)। C.R Boden গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন, 'A collection of books assemble for use, as against possession or for any of the purpose for which books may be assembled'.

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে গ্রন্থাগার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে তাৎক্ষণিক অথবা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বই, পত্র পত্রিকা, সাময়িকী, পান্ডুলিপি ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রী নিয়মিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। এ-সব উপকরণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রেণিকরণ করে সাজিয়ে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে পাঠকের মধ্যে বিতরণ করা হয় (আউয়াল, ২০০৪)।

শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সাধারণ অর্থে স্কুল-কলেজে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লেখাপড়া করে বিদ্যা অর্জন করাকে শিক্ষা বলে। বস্তুত, এগুলো শিক্ষা লাভের সহায়ক মাত্র। শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া বিশেষ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে মানসিক ও দৈহিক উন্নতি সাধনই শিক্ষা। শিক্ষা ব্যক্তির সুপ্ত গুণাবলি ও সহজাত শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটায়, ব্যক্তি জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য বয়ে আনে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সমষ্টিগতভাবে আয়োজিত কর্মকাণ্ডকে সাধ্যমত অবদান রাখতে ব্যক্তিকে উন্নত করে।

মানব সম্পদের ধারণাটি হলো কোন মানুষের মধ্যে বিবিধ বিরল গুণের সমাহার। কেননা সব মানুষই মানুষ হয়ে জন্মায় এবং পরবর্তীকালে নানাবিধ অর্জনের মাধ্যমে পরিণত হয় মানব-সম্পদে। আর এই

বিবিধ অর্জনের মূল অংশ হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি খুলে দেয়। শিক্ষিত মানুষ নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, কর্মক্ষম, সুশৃঙ্খল উদ্যোগী এবং চিন্তাশীল করে তোলে। তাই মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে হলে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ আবশ্যক। একটি জাতি উন্নত কি অনুন্নত তার মানদণ্ড হচ্ছে শিক্ষা। যুগে যুগে যে জাতি যত শিক্ষার আলো পেয়েছে সে জাতি তত উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নত জাতিগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, তারা শিক্ষায়ও উন্নত। এসব দেশের রয়েছে উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার গুণগত মান অর্জিত না হলে সে শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হলেও তা জনসম্পদে পরিণত হয় না।

শিক্ষার এই গুণগতমান অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো গ্রন্থাগার। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে শিক্ষার গুণগত মান অনেকাংশেই অর্জিত হচ্ছে না এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে পাঠাভ্যাসও গড়ে ওঠছে না। পরিপূর্ণ শিক্ষালাভের জন্য শ্রেণির পাঠ্যবই যথেষ্ট নয়। পাঠ্যবই শুধু পরীক্ষা পাসে সনদ দেয়, জীবনের জন্য অপরিহার্য পরিপূর্ণ শিক্ষা দেয় না। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রন্থাগার বিদ্যালয়ের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। আসলে গ্রন্থাগার শুধু বিদ্যালয়ের নয়, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের 'হৃৎপিণ্ডস্বরূপ'। হৃৎপিণ্ড ছাড়া যেমন দেহ অসার, তেমনি গ্রন্থাগার ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অসার। সুতরাং পরিপূর্ণ ও যুগোপযুগী শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে সুসংগঠিত গ্রন্থাগার অপরিহার্য। কারণ, গ্রন্থাগার জ্ঞান সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্যই , যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের সাথে এক ও অভিন্ন (নেপ, ২০২০)। গ্রন্থাগারকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে–ক) গণ-গ্রন্থাগার; খ) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার; গ) জাতীয় গ্রন্থাগার ও ঘ) বিশেষ গ্রন্থাগার। বর্তমান গবেষণায় আলোচ্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার হলো গণগ্রন্থাগার ধরনের গ্রন্থাগার। বাংলাদেশে এটিকে বিভিন্ন গণগ্রন্থাগারের পরিপূরক বা বিকল্প গ্রন্থাগার হিসেবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

একজন মানুষকে সম্পন্ন, উৎকর্ষমণ্ডিত ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার একটি প্রধান কার্যক্রম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরে শুরুতে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য 'উৎকর্ষ কার্যক্রম' শীর্ষক একটি স্কুল কর্মসূচি বা বই-পড়া কর্মসূচি শুরু করলেও প্রতিষ্ঠানটি পাঠাভ্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বহুমুখি ও গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার সহায়ক হিসেবে পরবর্তীতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার চালু করে।

পর্যায়ক্রমে এই কার্যক্রমটি দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইউনিটের মাধ্যমে দেশের সকল জেলায় ৩২০০টি স্পট/স্থানে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে।

জ্ঞান অর্জন ও মননশীলতার চর্চার জন্য পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে গ্রন্থাগার। এ জন্য গণগ্রন্থাগারকে বলা হয় 'People's University' বা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের ভূমিকা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতোই গ্রন্থাগারেরও নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত বই, জনমুখি সেবা, অবারিত ও উদার আহ্বান এর কোনাটিই অধিকাংশ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বললেই চলে। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির জন্য যে সংখ্যক গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন সে তুলনায় আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত যে কিছু সংখ্যক গ্রন্থগার দেশে বিদ্যমান আছে সময় ও সুযোগের সীমাবদ্ধতা, যাতায়াত ব্যয় ও যানবাহনের অসুবিধার কারণে সেগুলোও যথাযথভাবে ব্যবহার করা অধিকাংশ সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বিভিন্ন এলাকায় মানুষের হাতের নাগালে গ্রন্থাগার সেবা ও সমন্বিতভাবে বহুবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনব্যাপী মানসম্মত শিক্ষার সেবা পৌঁছে দিচ্ছে যা Sustainable Education and Lifelong Learning-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : মানুষের সার্বিক উন্নতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উৎসকর্ষ সাধনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রবর্তনের বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যেশ্য রয়েছে:

ক. দেশের গ্রন্থাগারের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগার হিসেবে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও মানুষের লব্ধ যাবতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনধাবনে সকলকে সামর্থ্য করে তোলা।

খ. লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীল কল্পনাশক্তির সম্পদ সবার কাছে পরিবেশনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।

গ. বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীদের, বিশেষকরে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বই পড়তে সহায়তা করা এবং পাঠককে একজন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

ঘ. টেকসই ও জীবনব্যাপী বিশ্বজনীন শিক্ষায় সহায়তা করার মাধ্যম হিসেবে পাঠকদের দোরগোড়ায় গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করা।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পাঠকদের প্রধানত দুইভাবে সেবা প্রদান করা হয়–

(ক) সৃজনশীল ও মানসম্মত বই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন সম্পন্ন ও মানসম্মত বহুমুখী শিক্ষার সুযোগ তৈরি, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন এবং পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা; এবং

(খ) পাঠকদের কার্যকর, মূল্যবোধসম্পন্ন, মুক্তচিন্তার চর্চা এবং পরিশীলিত ও বিকশিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বহুবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও চর্চার সুযোগ করে দেওয়া।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এর পরিপূরক হিসেবে পারিবারিক আবহের মতো করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমসমুহের প্রধান উপকারভোগী হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দু'টি বড় কার্যক্রম হচ্ছে–(ক) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উৎকর্ষ কার্যক্রম এবং (খ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন অপ্রচলিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতিগঠন, উন্নয়ন, গণতন্ত্রায়নসহ জাতীয় উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উন্নয়ন ঘটায়। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গুণগত মানসম্পন্ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার যে প্রক্রিয়ায় গুণগত মানসম্পন্ন ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে তা প্রতিচিত্রের মাধ্যমে দেখান হল:

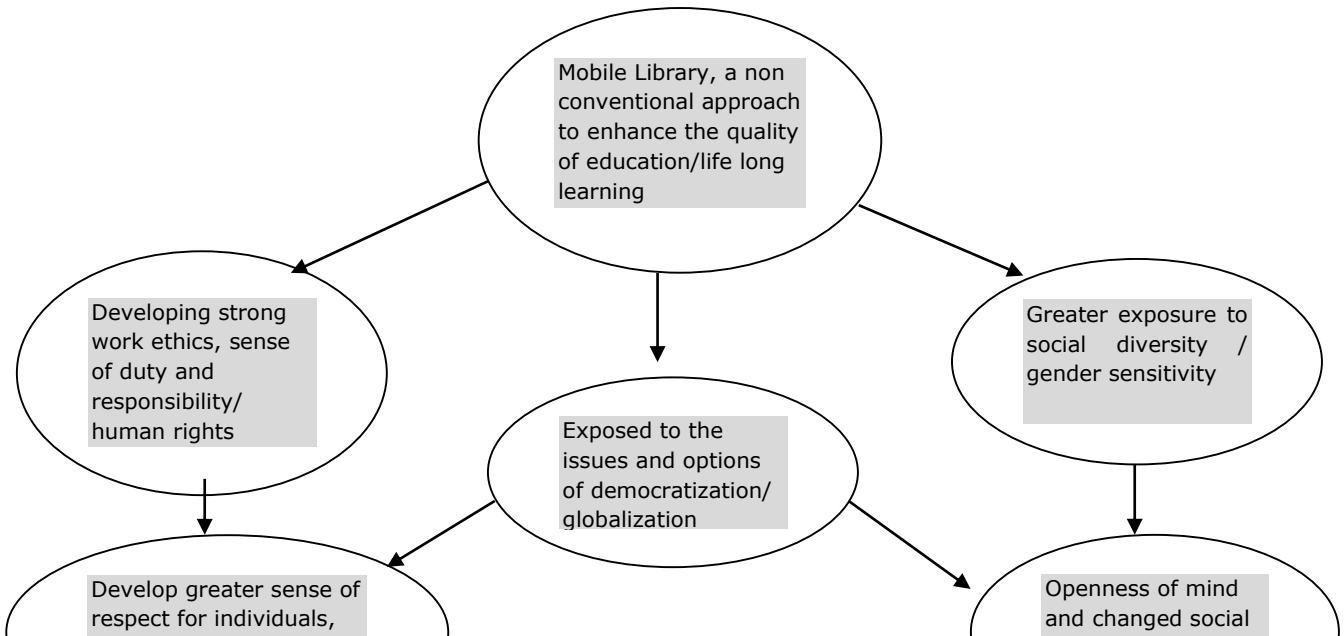

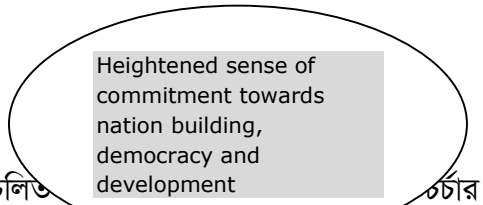

Heightened sense of commitment towards nation building, democracy and development

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার তথা অপ্রচলিত ... চর্চার মাধ্যমে কিশোর-তরুণদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই নৈতিক মূল্যবোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক বোধের জন্ম নেয়। পাশাপাশি তাদের মধ্যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রায়নের বোধ ও মানুষের প্রতি মর্যাদা বোধ তৈরি হয়। আর এই সবকিছু মিলে কিশোর-তরুণদের মধ্যে নেতৃত্ব, মৌলিক মানবাধিকার বোধ, দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়। জীবনের ভিত্তি পর্যায়ে এসব উৎকর্ষমণ্ডিত বিষয়াবলি তাদের মধ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে ও সেই ভিত্তি মজবুত করে দেয় যা পরবর্তীকালে বৃহত্তর পরিসরে জাতিগঠনে ভূমিকা রাখে।

প্রায় ২১ বছর যাবৎ বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করা হলেও এই সেবা দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন, মানুষের উৎকর্ষ সাধন ও মননশীলতার বিকাশ, জীবনমুখী শিক্ষার সুযোগ তৈরি, সৃজনশীল পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অবদান রাখতে পারছে সে বিষয়ে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক গবেষণা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অবদানের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ উপাত্ত বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, উপস্থাপন ও ফলাফল (Data Analysis, Interpretation, Presentation and Findings)

বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণাকে ফলপ্রসূ ও সার্থক করে তোলার জন্য ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য উপাত্তের বিশ্লেষণের প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে গবেষণার উপকরণ প্রস্তুতসহ উপকরণসমূহের বর্ণনা, তথ্য সংগ্রহের জন্য গৃহীত পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায় বর্তমান গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্য ও মতামতসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে গ্রন্থাগার কর্মকর্তা, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিতে তথ্যের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নিম্নে উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৪.১ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থাঃ

উদ্দিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চার শ্রেণির তথ্য দাতা তথা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্মকর্তা, পাঠক, অভিভাবক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে পৃথক পৃথক প্রশ্নমালার দ্বারা তথ্য এবং মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কাঙ্খিত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ঢাকায় নিয়োজিত ১২টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ইউনিটের প্রতিটি থেকে তিন শ্রেণির উত্তর দাতার থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রশ্নমালায় শ্রেণিভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ-প্রশ্ন ছাড়াও মতামত প্রদানকারীর ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক বিষয়ে মতামত/পরামর্শ/মন্তব্য সংক্রান্ত একটি করে উন্মুক্ত প্রশ্ন ছিল। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নিয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান, অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ, প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা, করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা-কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা বিষয়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এবং এর মাধ্যমে পরিচালিত সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের

কর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা ও সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়।

৪.১.১. গ্রন্থাগার কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা:

ঢাকায় অবস্থিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ১২ ইউনিটের গ্রন্থাগার কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য (ডিসেম্বর ২০২০) অনুযায়ী গ্রন্থাগারসমূহের বর্তমান সেবা ও কার্যক্রম নিম্নের ছকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

সারণি-২

ক্রম	ইউনিটের নাম	পুস্তকের সংখ্যা	প্রতিদিন সেবা প্রদানের এলাকা সংখ্যা	কর্মীর সংখ্যা	নিবন্ধিত মোট সদস্য সংখ্যা	নিবন্ধিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী-সদস্য সংখ্যা	গড়ে প্রতিদিন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক সংখ্যা
০১	মিরপুর	২৯৪১৪	৭-৮	৩	২১৫৬	১১৮০	৯০-১০০
০২	বনশ্রী-মহাখালি	১৫৫৩৫	৭-৮	৩	২৩৪৬	১২৯০	৭০-৮০
০৩	মোহাম্মদপুর	৯৫৭০	৭	২	১০০৫	৬০৩	৬০-৭০
০৪	পুরাতন ঢাকা-ক	৬৭৭০	৭-৮	২	৯৫১	৪৭০	৭০-৮০
০৫	ফরিদাবাদ-পূর্বাচল	৪৬৯১	৭	২	৯৯৬	৪৮০	৮০-৯০
০৬	খিলগাঁও	৫২৮০	৭-৮	২	৮৫০	৬২০	৬০-৭০
০৭	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা	১৮৩৫৫	৭	৩	২০৪৫	১৫৬৫	৯০-১০০
০৮	নবাবগঞ্জ	৪৬৫৫	৭-৮	২	৬৫৫	৪৬৫	৬০-৭০
০৯	কলাবাগান-গ্রিনরোড	৪৮৫০	৭	২	৭৯০	৫৪০	৭০-৮০
১০	উত্তরা	২৮৯৮০	৭-৮	৩	২২৭০	১২৫০	১০০-১১০
১১	রূপনগর-পল্লবী	৫২৫০	৭	২	৮৯০	৪৭০	৭০-৮০

১২	তেজগাঁও-মহানগর	৬৮৫০	৭-৮	২	৯৮০	৪৯০	৬০-৭০

উপরের সারণির তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ঢাকা শহরে ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মধ্যে সবচেয়ে পুস্তক সংখ্যা (২৯৪১৪) বেশি মিরপুর ইউনিটে। তবে সকল ইউনিটের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান এলাকা ও কর্মীসংখ্যা প্রায় একই। কিন্তু গড়ে প্রতিদিন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক সংখ্যা, মোট নিবন্ধিত পাঠক সংখ্যা ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক সংখ্যার তারতম্য রয়েছে। লক্ষণীয় যে, প্রায় সকল ইউনিটেই প্রতিদিন মাধ্যমিক স্তরের প্রচুর পাঠক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঋদ্ধ করছে। অনুমেয় যে, কেবল মাত্র ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা প্রদান এলাকার শিক্ষার্থীরাই এই সুবিধা পাচ্ছে।

৪.১.২. গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম

ঢাকার বিভিন্ন ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্তৃক বর্তমানে প্রদানকৃত সেবা ও কার্যক্রমগুলো নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হল:

সারণি-৩

নিচের সারণির তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ঢাকা শহরে ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে একই ধরনের সেবা ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের আওতাভুক্ত সকল শিক্ষার্থীরাই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সকল ধরনের সেবা ও কার্যক্রমের সুবিধা পাচ্ছে।

ক্রম	সেবার নাম	কার্যক্রম
১	গ্রন্থপাঠ	গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন
২	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া	দেওয়াল পত্রিকা তৈরি
৩	গ্রন্থাগার পরিচিতি সেবা	বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন
৪	শ্রবণ-দর্শন সেবা	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন
৫	অন্যান্য	মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন দিবস উদযাপন
৬	-	অন্যান্য (বৃক্ষরোপন, ত্রাণ, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি)

৪.১.৩. করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম যেভাবে পরিচালিত হচ্ছেঃ

সারণি-৪

ক্রম	সেবা ও কার্যক্রমের নাম	যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে
১	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া	সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক পরে, হ্যান্ড সানিটাইজ করে, গ্রন্থাগারের বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলমান।
২	পাঠক সদস্য অন্তর্ভুক্তি	সাংস্কৃতি সংঘের সদস্য, সেচ্ছাসেবক, পুরাতন পাঠক, ফোনে যোগাযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন পাঠক-সদস্য করা হচ্ছে।
৩	বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন	জুম, গুগল মিট, ইস্টিমইয়ার্ডের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালিত হচ্ছে।
৪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভার্চুয়াল প্লাট ফরম জুম ইস্টিমইয়ার্ড, ফেসবুক গ্রুপ এবং গুগল মিটে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ পাঠকরা ভার্চুয়ালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।
৫	মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম	সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খোলামাঠে স্বাস্থ্য সচেতনতা মুলক কার্যক্রম, ত্রাণ, বৃক্ষরোপন, শীতবস্ত্র বিতরণ এবং কিভাবে এই প্রাদুর্ভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া ইত্যাদি মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

উপরে দেখা যায়, করোনা প্রাদুর্ভাবকালেও বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রমগুলো চলমান রয়েছে। এই নতুন সংযোজনকৃত সেবা ও কার্যক্রম পাঠকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতে এ ধরনের গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপুরক হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

৪.২. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-সদস্য ও অভিভাবকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকাঃ

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-সদস্য ও অভিভাবকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা, গুরুত্ব ইত্যাদিতে যে সকল ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল :

৪.২.১. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ

চিত্র-১

উপরের চিত্র-এর তথ্য অনুযায়ী, ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সাধারণ পর্যবেক্ষণে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গাড়ি, কর্মী ও নিবন্ধিত পাঠকদের মাধ্যমে অবহিত হয়েছেন ৯২%, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অধিকাংশরই (৯৮%) স্পষ্ট ধারণা আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে পাঠক-অভিভবকরা যথেষ্ট অবহিত।

৪.২.২. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

সারণি-৫

	শিক্ষার্থী-পাঠক ও অভিভাবকদের মতামতের বিষয়	শতকরা হার
ক	দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট অবদান আছে	৮১%
খ	নিজ এলাকায়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্পট বিদ্যমান রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন	৭৯%
গ	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার না থাকলে দোরগোড়ায় বই পাওয়া বা বাড়িতে বই নেওয়ার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই	৯৮%
ঘ	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠাভ্যাস যথেষ্ট বৃদ্ধি করছে	৯১%

উপরের সারণির তথ্য অনুযায়ী, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করলে দেখা যায়, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ৯৮% এর মতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প

নেই এবং পাঠাভ্যাস যথেষ্ট বৃদ্ধি (৯১%) করেছে। তদুপরি সংস্কৃতিক, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদিতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে এবং নিজ এলাকায়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের চলমান কার্যক্রম বিদ্যমান রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মত (৭৯%) দিয়েছে। তাই বলা যায়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৪.২.৩. টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (চাহিদা, গুরুত্ব, সেবা, কার্যক্রম)

চিত্র-২

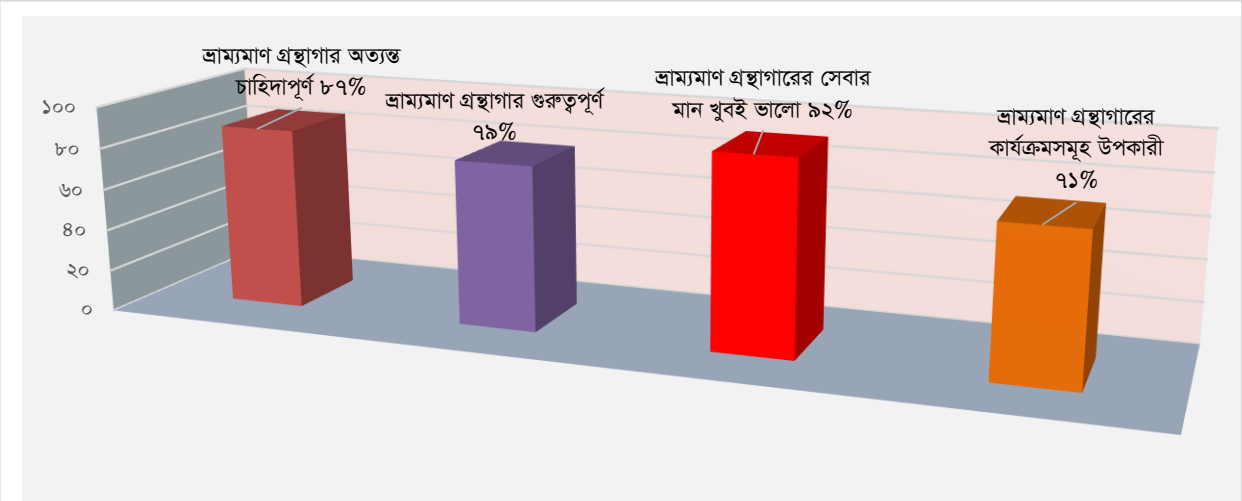

উপরের বার অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান খুবই ভালো (৯৮%) বলে পাঠক-অভিভাবকগণ মত দিয়েছে। তাছাড়া ৮৭% মত দিয়েছেন, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অত্যন্ত চাহিদাপূর্ণ। ৭১% তথ্য দাতা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রমসমূহকে টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় উপকারী হিসেবে মত দিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অপরিহার্য।

৪.২.৪. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সারণি-৬

শিক্ষার্থী-পাঠক ও অভিভাবকদের মতামতের বিষয়		শতকরা হার
ক	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম বহির্ভুত সেবা ও কার্যক্রম খুবই ভালো	৮৯%
খ	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে	৭৩%
গ	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা দক্ষতা উন্নয়নে মোটামুটি সহায়ক	৬১%
ঘ	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও অব্যাহত শিক্ষায় যথেষ্ট অবদান রাখছে	৯১%

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে শিক্ষার্থী-পাঠক ও অভিভাবকরা গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রমে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও অব্যাহত শিক্ষায় ৯১% যথেষ্ট অবদান রাখছে বলে মত দিয়েছেন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম বহির্ভুত সেবা ও কার্যক্রম, উৎকর্ষ সাধন এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে যথাক্রমে ৮৯%, ৭৩% এবং ৬১% পাঠক মত দিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪.২.৫. টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা

চিত্র-৩

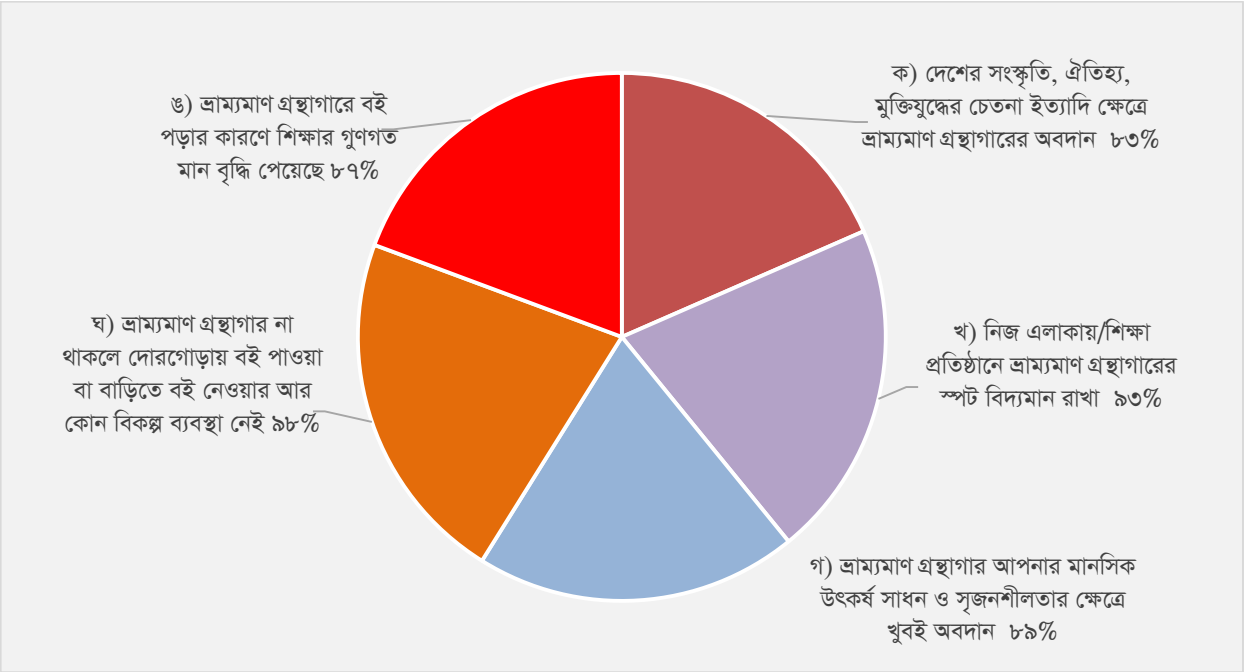

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যতীত কোন বিকল্প গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই বলে মত দিয়েছেন ৯৮% তথ্যদাতা। ৮৩% পাঠক বলেছেন যে, দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম যথেষ্ট অবদান রাখছে। যথাক্রমে ৮৯% এবং ৮৭% পাঠক বলেছেন যে, পাঠকের মানসিক উৎকর্ষ, সৃজনশীলতা এবং বই পাড়ার কারণে শিক্ষার গুণগতমান ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার খুবই অবদান রাখছে। এতে বোঝা যায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করণের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৪.২.৬. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা:

গ্রন্থাগারের পাঠক-সদস্য তথা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন ও প্রবর্ধনে ভবিষ্যত প্রত্যাশাসমূহ নিম্নে শতকরা হার (%) অনুযায়ী নিম্নে তুলে ধরা হল:

চিত্র-৪

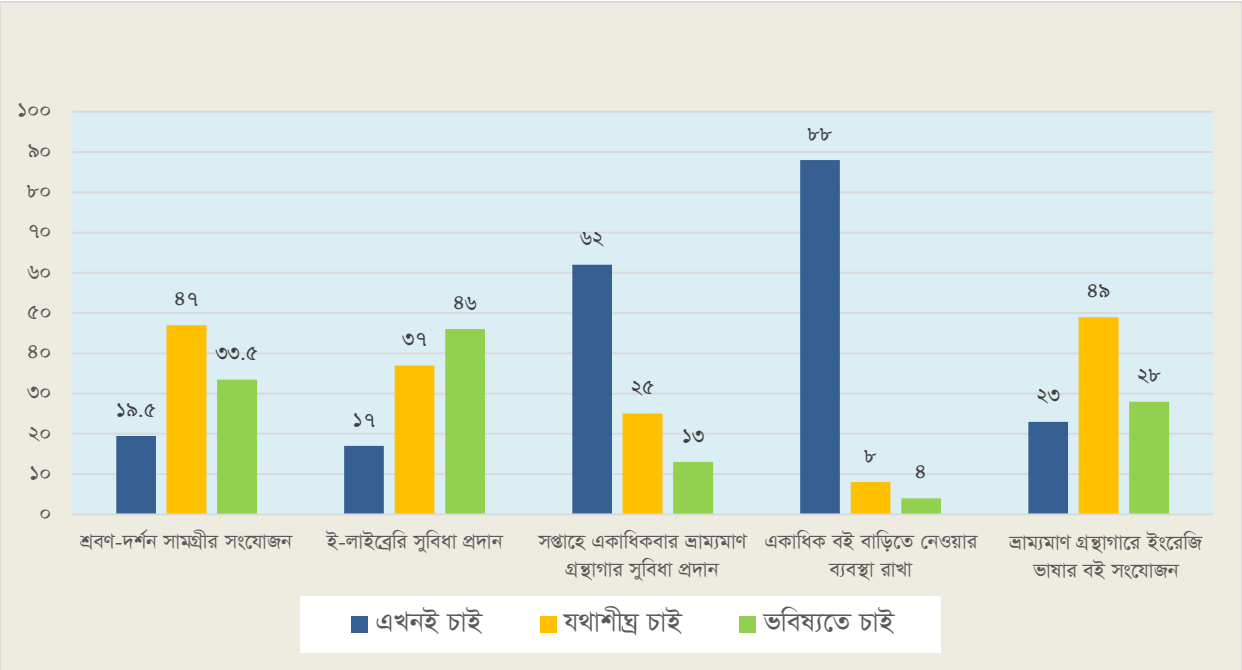

উপরের বার চিত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে, তথ্যদাতাগণ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়নে ভবিষ্যতে শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী, ই-লাইব্রেরি, বই প্রাপ্তির বিবিধ সুবিধা বৃদ্ধি যথাশীঘ্রই প্রাত্যাশা করছে। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠকের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় উত্তরোত্তর অধিক ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পাঠকদেরকে টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও চাহিদা পূরণে ভবিষ্যতে বিশেষ অবদান রাখবে।

৪.৩. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে ভূমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত:

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে অবগত আছেন। তাঁরা এ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। বিশেষ ধরনের এ গ্রন্থাগার

সেবার মাধ্যমে একটি জাতিকে শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার যে মহতী উদ্যোগ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গ্রহণ করেছে তার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা শহরে বারোটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বই পড়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং তাঁরা একটি পাঠকশ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, পাঠকদেরকে বিশেষ করে কিশোর-তরুণ পাঠকদের ভালো বই নির্বাচনে গাইড দেওয়া ও ভালো বইয়ের সংগ্রহ বৃদ্ধি করা ইত্যাদির মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান আরও উন্নত করা যেতে পারে। অনুবাদ গ্রন্থের পাশাপাশি মূল বা ইংরেজি বই পড়ার ব্যবস্থা করলে এর বেশি সুফল পাওয়া যাবে। মাত্র বারোটি গ্রন্থাগার দিয়ে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক পাঠককে প্রকৃত সেবা প্রদান করা সম্ভব নয় বলে তাঁরা মত দেন। কাজেই ঢাকা শহরের প্রতিটি এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যাক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা ও শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। গ্রন্থাগার সেবা টেকসই বিষয়টির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মনোজগতে যেমন পরিবর্তন প্রয়োজন তেমনি তাদের আর্থিক সঙ্গতি থাকাও প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করেন। কাজেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থাগার সেবা টেকসই করার জন্য হাতের নাগালে গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানসহ স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অসহায় ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রন্থ দেয়া প্রয়োজন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার একটি খুবই দরকারি সেবা। এই সেবা সারা দেশের সকল এলাকার শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে যাতে থাকে সে জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মাধমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স মূলত জীবন গড়ার সময়। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে তারা সংশ্লিষ্ট থাকলে তাদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষার্থীদের গুনগত মান-উন্নয়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক একমাত্র উপায় হতে পারে না। এর জন্য অন্যান্য বই এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ করা জরুরি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এ কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করছে। এর উপকারভোগীর একটি বড় একটি অংশ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিপুরক ভূমিকা পালন করে। মানসম্পন্ন শিক্ষাই টেকসই

শিক্ষার ভিত্তি। শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেবার মাধ্যমে গুনগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরার দ্বারা টেকসই শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক পঠন-পাঠনের সুযোগ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে তাদের জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উল্লেখযোগ্য মতামত নিম্নরূপ:

ক. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ভ্রম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যতীত আর কোন গ্রন্থাগার সেবা বা গ্রন্থ পাঠের যথেষ্ট সুযোগ নেই।

খ. সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার সুবিধা প্রাপ্তির অভাব বহুলাংশে দুর করেছে।

গ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বই নির্বাচন ও কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন তথা নতুন নতুন বই ও কার্যক্রমের ওপর সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ঘ. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও গুনগত শিক্ষার মানোন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরোক্ষভাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঙ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দেবার মাধ্যমে টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

চ. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে গ্রন্থাগার সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার স্থাপনসহ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা দেশের প্রতিটি এলাকায় সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

ছ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা একটি খুবই কার্যকর উদ্যোগ। এই সেবাটি টেকসই ও স্থায়ীভাবে চলমান রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৪. প্রাপ্ত ফলাফল (Findings)

আধুনিক সমাজে ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের মধ্যে ভূমিকা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে টেকসই শিক্ষা মানুষের জীবনে আরো বৃহৎ স্থান দখল করে নিচ্ছে। আজকে আর এমন আশা করা যায় না যে, কোনো ব্যক্তি তরুণ বয়সেই জ্ঞানের এমন ভান্ডার গড়ে তুলবে যে তা দিয়ে তার সারা জীবন চলে যাবে। এখন শিখনের সময়সীমা হল জীবনব্যাপী এবং জ্ঞানের এক শাখা অন্যের মধ্যে বিস্তৃত হয় ও পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তোলে। অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার (Lifelong

Education) সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং টেকসই শিক্ষা ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ (Learning Society) বিনির্মাণে জীবনব্যাপী শিক্ষার সামগ্রিক আয়োজন অপরিহার্য। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ (Infromal Education) সমাজের সব উপাদানের (All Society Elements) সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে (লতিফ, ২০০১)। বিভিন্ন মাধ্যম হতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণিত হলো-

ক. ঢাকা শহরে ১২টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সকল ইউনিটেই প্রতিদিন মাধ্যমিক স্তরের প্রচুর পাঠক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ঋদ্ধ করছে (সারণি-২)। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সাধারণ পর্যবেক্ষণে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গাড়ি, কর্মী ও নিবন্ধিত পাঠকদের মাধ্যমে অবহিত হয়েছেন (চিত্র-১, ৯২%)।

খ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে (সারণি-৬, ৯১%; সারণি-৫, ৯১%) যা টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র-২)। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে (সারণি-৩) অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণ তৈরি হয় এবং তারা সক্রিয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় (সারণি-৬, ৬১%)।

গ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও বহুমুখী শিক্ষার সুযোগ (সারণি-৬, ৮৯%) থাকায় মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠকদের মধ্যে পঠন-পাঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুমুখী পঠন-পাঠনের ফলে পাঠকদের মধ্যে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে যা তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ সুগম করবে।

ঘ. মানব জ্ঞানের বহু বিচিত্র শাখার ও সৃজনশীল পঠন-পাঠন নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগতমান ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে (চিত্র-৩, ৮৯%, ৮৭%) ফলে শিক্ষার ভিত মজবুত হচ্ছে এবং অর্জিত শিক্ষা তাদের মধ্যে স্থায়ী হচ্ছে।

ঙ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার বই পাঠ সেবা প্রদান (সারণি-৩) ছাড়াও বিভিন্ন এলাকার উদ্যোগী তরুণদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন করে বিভিন্ন দিবসে বা সময়ে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় (সারণি-৩)। এর ফলে সংগঠক হিসেবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

চ. করোনা প্রাদুর্ভাবকালেও বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রমগুলো চলমান রয়েছে (সারণি-৪)। বর্তমান করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতে এ ধরনের গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপুরক হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

ছ. ফলাফলে দেখা যায়, তথ্যদাতাগণ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নয়নে ভবিষ্যতে শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী, ই-লাইব্রেরি, বই প্রাপ্তির বিবিধ সুবিধা বৃদ্ধি যথাশীঘ্রই প্রাত্যাশা করছে (চিত্র-৪)।

৪.৫. সমীক্ষাধীন গবেষণায় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য সবল দিকসমূহ–

ক. বাংলাদেশে এটি একটি উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ যা পাঠকদের দোরগোড়ায় গ্রন্থাগার সেবা পৌঁছে দিচ্ছে;

খ. পাঠকগণ বাড়িতে বসে গ্রন্থাগার সেবা পাচ্ছে বিধায় অর্থ আর সময় ব্যয় করে তাদের দূরের কোন গ্রন্থাগারে যেতে হচ্ছে না;

গ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বাস্তব সুবিধাসমূহ, ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান সন্তোষজনক;

ঘ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কর্মীগণ প্রশিক্ষিত, নিবেদিত ও আন্তরিক;

ঙ. উন্নত, ভালো মানের, সুনির্বাচিত গ্রন্থ সুবিন্যস্তভাবে পাঠকদের জন্য সহজলভ্য বিশেষকরে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠকদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্বসহকারে সহজলভ্য করা হয়;

চ. উন্নত গ্রন্থ পাঠের পাশাপাশি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সক্রিয় মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নানামুখী সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

ছ. পাঠকের বই বাড়িতে নিয়ে পড়া সুযোগ থাকা;

জ. গ্রন্থাগারসমূহ গাড়ির ওপর স্থাপিত ও ভ্রাম্যমাণ হওয়ায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার একই সঙ্গে ৪২-৪২টি এলাকায় ৪২-৪৩টি গ্রন্থাগারের সেবা প্রদান করতে পারছে যা খুবই ব্যয় সাশ্রয়ী ও কার্যকর।

ঝ. করোনা ভাইরাসের মতো মহা দূর্যোগের মধ্যেই ভ্রাম্যমাণ গন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম চলমানণ থাকা;

৪.৬. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের দুর্বল দিকসমূহ–

ক. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম এখন প্রধানত শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ;

খ. দীর্ঘমেয়াদী গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে;

গ. ই-লাইব্রেরি সুবিধা ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবহার খুবই সীমিত;

ঘ. ইংরেজি বা বিদেশি ভাষার গ্রন্থের অনুপস্থিতি;

ঙ. পাঠকের একসঙ্গে একাধিক বই বাড়িতে নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা;

চ. পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থাগার সামগ্রী (শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি) ব্যবস্থা না থাকা;

ছ. কোন এলাকায় সপ্তাহে একাধিক দিন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা;

–

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ উপসংহার ও সুপারিশমালা (Conclusion and Recommendations)

৫.১ উপসংহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারসমূহ বাংলাদেশের শিক্ষা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এ গ্রন্থাগারটি বর্তমানে দেশের শিক্ষার্থীদের কাছে আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিচিত। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা কম খরচে এমন গ্রন্থাগার সেবা পেয়ে খুবই আনন্দিত। গ্রন্থসেবার পাশাপাশি এ গ্রন্থাগারটি দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি একটি বিকল্প বা সহায়ক গ্রন্থাগার হিসেবে এর গুরুত্ব তাই দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হলো লব্ধ জ্ঞানকে জীবনমুখি ও টেকসই করে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন গ্রন্থচর্চা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গ্রন্থসেবা টেকসই ও জীবনব্যাপী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। প্রকান্তরে এই উন্নয়নই দেশের ধারাবাহিক শিক্ষাকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হতে সহায়তা করে। তাই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। সেই সঙ্গে আমাদের প্রণীত সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে এ গ্রন্থাগারের সেবামান ও উৎকর্ষ আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

৫.২ সুপারিশমালা

একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেই জাতির নতুন তথা তরুণ প্রজন্ম কতটা ঋদ্ধ ও সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠল তার ওপর। কিশোর-তরুণদের ঋদ্ধ ও সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠা নির্ভর করে তাদের প্রথম জীবনে বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে কতটা গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা তারা পেয়েছে এবং এই পর্যায়ে জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত তাদের কতটা মজবুত হয়েছে তার ওপর। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার ভিত মজবুত করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়েই তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাঠাভ্যাসের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগরের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক: মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপুরক হিসেবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা অব্যাহত রাখাত ও এ সুযোগ আরও অবারিত করা যেতে পারে।

২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা: দেশে কার্যকর গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা চালু করা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এ গ্রন্থাগার সেবার আওতায় আনা যেতে পারে।

৩. সংখ্যা বৃদ্ধি: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার তথা গাড়ি-গ্রন্থাগার সংখ্যা ও সামগ্রিকভাবে পড়ার সামগ্রী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪. সেবা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: প্রত্যেকটি মহল্লায় স্পট করে গ্রন্থাগার সেবা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

৫. বই পড়াতে উদ্যোগী: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে অতি দরিদ্র এবং অসচেতন মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার মতো ভাল ও মননশীল এবং মানবিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক গ্রন্থপাঠে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করা।

৬. পাঠক সৃষ্টি: নারী ও শিশুদের ব্যাপকভাবে পাঠক হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং গ্রন্থাগারে পাঠক সদস্য হওয়ার জন্য গণজাগরণ সৃষ্টি করা।

৭. অন্যান্য ভাষার বই: বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য ভাষার সকল উল্লেখযোগ্য বই পর্যাপ্ত সরবরাহ করা।

৮. গ্রন্থাগার সেবা: বই পাঠ মানুষকে চিন্তাশীল, মানবিক, শুদ্ধ, ক্রিয়াশীল হতে সহায়তা করে। তাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষকে গ্রন্থাগার সেবার আওতায় আনতে হবে।

৯. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার: গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও পাঠক-সেবা উন্নয়নের জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. সরকারের সঙ্গে সমন্বয়: ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে দেশের সকল অঞ্চলে সম্প্রসারণ এবং এ গ্রন্থাগারকে টেকসই ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে সরকারি বাজেটের আওতায় অর্থায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

১১. আপদকালিন সময়ে গ্রন্থাগার সেবা: করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব বা এরূপ মহামারী ও দুর্যোগকালে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ আছে তখন যেভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে সেবা ও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এই ধারা অব্যাহত রাখা ও এ সেবাকে আরও কার্যকর করার জন্য দুর্যোগকালীন বিকল্প ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা যেতে পারে।

তথ্য-নির্দেশ ও সহায়ক গ্রন্থ

আউয়াল, খ ম আ (২০১২) গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার। ঢাকা, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার।

কায়সার ও আকতার, শা (১৯৯৯) গণকেন্দ্র পাঠাগারের সমস্যা বিশ্লেষণ, ব্র্যাক, ঢাকা।

খান, মোঃ কা এ (২০০০) ব্রাক গণ কেন্দ্র পাঠাগারের অবস্থান যাচাই, ব্র্যাক, ঢাকা।

নাহার, ফ (২০০৭) প্রশিকা পরিচালিত স্বাক্ষরতা-উত্তর কর্মসূচীর কার্যকারিতা যাচাই, প্রশিকা, ঢাকা।

নেপ (২০২০) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা, ময়মনসিংহ: তথ্যপুস্তক, Vol. চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম আলো (১৯৯৯), ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষা ডিপিএড পেশাগত শিক্ষা (জানুয়ারি ২০২০) ময়মনসিংহ: তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ). Vol. চতুর্থ খণ্ড।

মণ্ডল, সু (২০০৮) জীবনব্যাপী শিক্ষায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ভূমিকা যাচাই, উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা বিভাগ, আই ই আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মালেক, আ ও অন্যান্য (২০০৭) শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ শিক্ষা, ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

সায়ীদ, আবদুল্লাহ আবু (১৯৯৯) রূপরেখা, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

সায়ীদ, আবদুল্লাহ আবু (২০০৭) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও আমি, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স।

হাবিব, ই ফ (২০০৩) ব্রাক এডুকেশন প্রোগ্রামের অর্ন্তগত মোবাইল ইউনিটের কার্যকারিতা যাচাই, ব্র্যাক, ঢাকা।

Borhan, A (2008) Evaluation of Expansion of Mobile Library, Bangladesh.

Chowdhury, O F (2005) Assesment of the Sustainability of Support for Additional Library Vans to World Literature Center (WLC), Verulam Associciates Ltd, Royal Norwegian Ambassy, Dhaka.

IMED (2018) Inspection Report of Bishwo Shahitto Kendro: Mobile Library by Hawladar, M T. Bangladesh,

UNESCO (2014)

Wang, C & Aminuzzaman, S (2003) External Review of Two Cultural NGO's: Bishwo Shahitto Kendro (BSK) and Jonobibhab Unnayan Kendro (JUK), Dhaka, Bangladesh.

XiaoZhu, P (2001, November) Library on Wheels in Bangladesh, Xinhua News Service.

পরিশিষ্ট

প্রশ্নমালা-১

প্রশ্নমালা
(ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ১২টি ইউনিটের লাইব্রেরি কর্মকর্তা)

ক. গ্রন্থাগার ইউনিট

১। ইউনিটের নাম:

২। পুস্তকের সংখ্যা:

৩ । সংশ্লিষ্ট ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইউনিটের কর্মীর সংখ্যা:

৪। ২০১৯ সালে নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা:

৫। ২০১৯ সালে মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী) পর্যায়ের নিবন্ধিত সদস্য সংখ্যা:

৬। গড়ে প্রতিদিন সেবা প্রদানের স্পট/এলাকা সংখ্যা:

৭। গড়ে প্রতিদিন মাধ্যমিক স্তরের কতজন পাঠক গ্রন্থাগারে বই দেওয়া-নেওয়া করেন:

৮। ইউনিটের নির্ধারিত এলাকার সকল পাঠককে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রমের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে কি-না ? না হলে কারণ কী?

৯। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ইউনিটের সেবা ও কার্যক্রমে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কী ভূমিকা রাখছে?

১০। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অব্যাহত শিক্ষায় কী অবদান রাখছে?

খ. গ্রন্থাগার সেবা

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রদানকৃত সেবা:

ক্রম	সেবার নাম	প্রদান করা হয়
১	গ্রন্থপাঠ	
২	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া	
৩	গ্রন্থাগার পরিচিতি সেবা	
৪	শ্রবণ-দর্শন সেবা	
৫	অন্যান্য	

গ. গ্রন্থাগার কার্যক্রম

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম:

ক্রম	কার্যক্রম	চলমান আছে
১	গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন	
২	দেওয়াল পত্রিকা তৈরি	
৩	বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন	
৪	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন	
৫	মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম	
৬	অন্যান্য (শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, ত্রাণ সেবা।)	

ঘ. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম

১. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বই দেওয়া-নেওয়া সেবা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

২. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের নতুন পাঠক-সদস্য অন্তর্ভুক্তি কীভাবে হচ্ছে?

৩. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বিতর্ক প্রতিযোগিতা কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

৪. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

৫. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মানবিক ও সামাজিক কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে?

প্রশ্নমালা
(মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক-শিক্ষার্থী)

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা:

ক) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ

১. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী হিসেবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নিয়ে আপনার সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

১.১. আপনি সর্ব প্রথম ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কীভাবে অবহিত হয়েছেন?
ক) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কর্মীদের মাধ্যমে
খ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গাড়ি দেখে
গ) পত্রিকা, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে
ঘ) ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অন্য পাঠকের কাছ থেকে
ঙ) লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে

১.২. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু? ক) স্পষ্ট ধারণা আছে খ) ভাসা ভাসা ধারণা গ) কিছুটা ধারণা আছে

১.৩. আপনি নিজে কি অন্য কোনো গ্রন্থাগারের সদস্য?
ক) হ্যাঁ {উত্তর হ্যাঁ হলে- (ক) গ্রন্থাগারের নাম কী?:
খ) না (খ) আপনার সদস্য নম্বর কত?:

১.৪. আপনার হাতের নাগালে অন্য কোনো গ্রন্থাগার আছে কি না?
ক) হ্যাঁ {উত্তর হ্যাঁ হলে- (ক) গ্রন্থাগারের নাম কী?:
খ) না (খ) আপনার বাসা থেকে দূরত্ব কত কি.মি.?:

২. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা:

২.১. দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কোন অবদান আছে কি? ক) খুবই অবদান আছে খ) অবদান আছে গ) কিছুটা অবদান আছে

২.২. আপনার এলাকায়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্পট বিদ্যমান রাখার প্রয়োজন আছে কি? ক) অত্যন্ত প্রয়োজন খ) প্রয়োজন গ) কিছুটা প্রয়োজন

২.৩. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার না থাকলে আপনার দোরগোড়ায় বই পাওয়ার বা বাড়িতে বই নেওয়ার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি?
ক) হ্যাঁ {উত্তর হ্যাঁ হলে- (ক) গ্রন্থাগারর নাম কী?:
খ) না (খ) আপনার বাসা থেকে দূরত্ব কত কি.মি.?:

২.৪. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কি আপনার পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করেছে? (ক) অনেক বৃদ্ধি করেছে (খ) বৃদ্ধি করেছে (গ) মোটামুটি বৃদ্ধি করেছে

খ) টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষা

৩. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক চাহিদা, গুরুত্ব, সেবা, কার্যক্রমে আপনার মতামত:

৩.১. আপনার কাছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের চাহিদা কেমন? ক) অত্যন্ত চাহিদাপূর্ণ খ) চাহিদাপূর্ণ গ) মোটামুটি চাহিদাপূর্ণ

৩.২. আপনার কাছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কতটা? ক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খ) গুরুত্বপূর্ণ গ) মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ

৩.৩. আপনার মতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান কেমন? ক) খুব ভালো খ) ভালো গ) মোটামুটি ভালো

৩.৪. আপনার মতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রমসমূহ কতটা উপকারী? ক) খুব উপকারী খ) উপকারী গ) মোটামুটি উপকারী

৪. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

৪.১ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আপনার পাঠ্যক্রম বহির্ভুত সেবা ও কার্যক্রম কেমন? ক) খুব ভালো খ) ভালো গ) মোটামুটি ভালো

৪.২ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আপনার কতটা উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? ক) যথেষ্ঠ উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে খ) মোটামুটি উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে গ) কিছুটা উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে

৪.৩ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা আপনার দক্ষতা উন্নয়নে কতটা সহায়ক হচ্ছে? ক) যথেষ্ঠ সহায়ক খ) মোটামুটি সহায়ক গ) কিছুটা সহায়ক

৪.৪ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম আপনার পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও অব্যাহত শিক্ষায় কতটুকু অবদান রাখছে? ক) যথেষ্ঠ অবদান রাখছে খ) মোটামুটি অবদান রাখছে গ) কিছুটা অবদান রাখছে

৫. টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা:

৫.১. দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কোন অবদান আছে কি? ক) খুবই অবদান আছে খ) অবদান আছে গ) কিছুটা অবদান আছে

৫.২. আপনার এলাকায়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্পট বিদ্যমান রাখার প্রয়োজন আছে কি? ক) অত্যন্ত প্রয়োজন খ) প্রয়োজন গ) কিছুটা প্রয়োজন

৫.৩. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আপনার মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে কি কোনো অবদান রাখছে? ক) খুবই অবদান রাখছে খ) অবদান রাখছে গ) কিছুটা অবদান রাখছে

৫.৪. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার না থাকলে আপনার দোরগোড়ায় বই পাওয়া বা বাড়িতে বই নেওয়ার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? ক) হ্যাঁ {উত্তর হ্যাঁ হলে- (ক) গ্রন্থাগারর নাম কী?: (খ) আপনার বাসা থেকে দূরত্ব কত কি.মি.?: খ) না

৫.৫. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে বই পড়ার কারণে আপনার শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে কি? ক) বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে খ) অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে গ) কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে

৬. করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণ ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

৬.১ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে আপনি কীভাবে বই দেওয়া-নেওয়া করছেন?

৬.২ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে আপনি কীভাবে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন?

৬.৩ বর্তমান করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পরিস্থিতিতে আপনি কীভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন?

৬.৪ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে আপনি কীভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন?

৭. ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা:

দেশের গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও প্রবর্ধনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে আপনি ভবিষ্যতে আরও কী প্রত্যাশা করেন?

৭.১.	শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর সংযোজন:	ক) এখনই চাই	খ) যথাশীঘ্র চাই	গ) ভবিষ্যতে চাই
৭.২.	ই-লাইব্রেরি সুবিধা প্রদান:	ক) এখনই চাই	খ) যথাশীঘ্র চাই	গ) ভবিষ্যতে চাই
৭.৩.	একই স্পটে/এলাকায় সপ্তাহে একাধিকবার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সুবিধা প্রদান:	ক) এখনই চাই	খ) যথাশীঘ্র চাই	গ) ভবিষ্যতে চাই
৭.৪.	একই সঙ্গে একাধিক বই বাড়িতে নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা:	ক) এখনই চাই	খ) যথাশীঘ্র চাই	গ) ভবিষ্যতে চাই
৭.৫.	ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে ইংরেজি ভাষার বই সংযোজন:	ক) এখনই চাই	খ) যথাশীঘ্র চাই	গ) ভবিষ্যতে চাই

৮. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সামগ্রিক বিষয়ে আপনার মতামত/পরামর্শ/মন্তব্য সংক্ষেপে লিখুন:

প্রশ্নমালা-৩

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত গ্রহণ

আলোচনা/মতামত গ্রহণের বিষয়ঃ

১. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে আপনার সামগ্রিক ধারনা ও সাধারন পর্যবেক্ষণ কী?

২. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন।

৩. টেকসই ও জীবনব্যাপী শিক্ষায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার (চাহিদা, গুরুত্ব, সেবা ও কার্যক্রম) বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫. জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কী?

৬. শিক্ষার মানোন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা কতটা?

৭. টেকসই শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অবদান কতটা?

৮. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান উন্নয়নের জন্য আপনাদের মাতামত/পরামর্শ দিন।

৯. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সেবা টেকসই করার জন্য আপনাদের মতে করণীয় কী?

১০. সার্বিকভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করুন/মতামত দিন।

১১. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে আপনি কতটা উপকৃত হয়েছেন?

১২. বর্তমান ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকলে আপনাদের হাতের নাগালে বই পড়ার বিশেষ করে বাড়িতে নিয়ে বই পড়ার আর কোনো সুবিধা বিদ্যমান থাকবে কি না?

১৩. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার না থাকলেও পাঠকদের হাতের নাগালে গ্রন্থাগার বা গ্রন্থ পাঠের যথেষ্ট সুযোগ ছিল কি না?

১৪. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মানুষের গ্রন্থাগার সুবিধা প্রাপ্তির অভার দুর করতে পেরেছে কিনা? পারলে কতটা, কীভাবে পেরেছে?

১৫. দেশের সকল মানুষের হাতের নাগালে গ্রন্থাগার সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য আপনাদের মতে করণীয় কী?

আলোচনার স্থান:
অংশগ্রহণকারীদের বিবরণ:
প্রাপ্ত তথ্য:

প্রশ্নমালা-৪

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত

মতামত গ্রহণের বিষয়:

১. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি কতটা অবহিত?

২. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার সুবিধা প্রাপ্তির অভার দুর করতে পেরেছে কিনা? পারলে কতটা, কীভাবে পেরেছে?

৩. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের বই নির্বাচন ও কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পাঠকদের সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন?

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা কতটা?

৫. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের টেকসই শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অবদান কী?

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জীবনব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে?

৭. বর্তমান ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি ব্যবস্থা না থাকলে হাতের নাগালে বই পড়ার বিশেষ করে বাড়িতে নিয়ে বই পড়ার আর কোনো সুবিধা বিদ্যমান থাকবে কি না?

৮. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সেবার মান উন্নয়নের জন্য আপনার মাতামত/পরামর্শ দিন।

৯. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে গ্রন্থাগার সুবিধা পৌঁছে দেবার জন্য আপনাদের মতে করণীয় কী?

১০. মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থাগার সেবা টেকসই করার জন্য আপনার মতে করণীয় কী?

১১. সার্বিকভাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার কার্যক্রম বিষয়ে

আলোচনা করুন/মতামত দিন।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম:

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পরিচয়: